এই উপন্যাসের মূল চরিত্র একজন লেখক। ধরা যাক, আমি। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কী করে গল্প লিখি, স্রেফ কল্পনা করে না জীবনে যা দেখেছি তা-ই অবিকল লিখি ? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তব মনভূমি রামের জন্মভূমি অযোধ্যার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো মহান প্রতিভা কল্পনাকে বাস্তব করতে পারেন। আমি বলি এটা অনেকটা রান্নার মতো ব্যাপার। বাজার থেকে সবজি কিনে এনে তা কেটে কুটে যখন রান্না করা হয় তখন তাদের চেহারা বদলে যায়। যার হাত সাধারণ তার রান্না মোটামুটি দাঁড়ায়, কুশলী হাতে পড়লে রান্নার স্বাদ অপূর্ব হয়ে উঠে। লেখার ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। ধরা যাক, এই রান্নার আগে বাজারে যাওয়ার মতো আমি রাস্তায় নামলাম। বিকেলের প্রায়-নির্জন রাস্তা। ভেবেছি, কোনো একটি মানুষকে একা পেলে তার সঙ্গে কথা বলব।

প্রথমেই চোখে পড়ল একটি সুন্দরী মধ্যবয়সি মহিলা বাসস্টপে একা দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখে হাত নাড়লেন। মহিলা যতটা না সুন্দরী তার চেয়ে সেজেছেন অনেক বেশি। আরেকটু হলেই উগ্র দেখাত তাকে। আচ্ছা, এই মহিলা কী করেন ? আর্থিক অবস্থা কী রকম ? আজকাল মেয়েদের বিয়ে হয়েছে কিনা চট করে বোঝা যায় না। ওর মনে কি কোনো দুঃখ আছে ? এই সবকিছুই আমার জানা নেই। শুধু জানি, মানে হাবভাব দেখে বুঝতে পারছি, উনি বাসের জন্যেই ছটফট করছেন। এগিয়ে গিয়ে, একটু গায়ে পড়েই ওর সঙ্গে কথা বলব ভাবলাম। কিন্তু আমি মুখ খোলার আগেই ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা কটা বাজে বলুন তো ? আমার ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।

ঘড়ি দেখে বললাম, চারটে বেজে দশ মিনিট।

মহিলা চমকে উঠলেন, সর্বনাশ। এখন কী করি! আশেপাশে কোনো ট্যাক্সিও নেই!

বললাম, পাবেন না। কারণ আজ ট্যাক্সি ধর্মঘট। আপনি কত নম্বর বাসের জন্যে অপেক্ষা করছেন ?

মহিলা বললেন, টু-বি। এখান দিয়ে মাত্র ওই একটাই বাস আমার ওখানে যায়।

একটু ভেবে বললাম, আপনি ইচ্ছে করলে বাড়িতে ফোন করে বলতে পারেন দেরি হবে।

মহিলা মাথা নাড়লেন, তা অবশ্য— আসলে একজন ঠিক সাড়ে চারটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এখনো যদি বাস পাই তা হলে পাঁচটার আগে পৌঁছতে পারব না। সময় রাখতে না পারলে এত খারাপ লাগে।

খুব ভালো হ্যাবিট। দূরে বোধহয় একটা বাস, হ্যাঁ, তাই তো, বাস আসছে।

নিশ্চয়ই এটা টু-বি বাস নয়।

অবাক হলাম, কী করে বুঝলেন ? এতদূর থেকে তো বাসের নাম্বার দেখা যাচ্ছে না।

মহিলা হাসলেন, না দেখেই তো বলছি। দেখুন মিলিয়ে নিন।

বাস এসে দাঁড়াল।

মহিলা বললেন, দেখলেন ? মিলল তো। এটা নয় নম্বর।

কী করে বললেন, বলুন তো ?

আমি আমার লাক জানি। তাই।

আমি পকেট থেকে পার্স বের করে একশো টাকার নোট এগিয়ে ধরলাম, নিন। বাসটা স্টপেজ ছেড়ে চলে গেল।

মহিলা অবাক তার মানে ?

আপনি ঠিকঠাক বলে দিয়েছেন। কেউ যদি না দেখে ঠিকঠাক বলে দেয় তা হলে তাকে আমি একশো টাকা পেমেন্ট দিয়ে শুরু করি।

মহিলার চোখ বড় বড়, মাই গড! কিন্তু কেন ? আপনার ইন্টারেস্ট কী ?

মাথা নাড়লাম, নাথিং। অ্যাবসোলিউটলি নাথিং। লোটো জানেন ? আগে থেকে নাম্বার জানতে হয়। এবার সেই নাম্বারের সঙ্গে লোটের নাম্বার মিলে গেলে টাকা পাওয়া যায়। আপনি আমাকে হিউম্যান লোটো বলতে পারেন।

মহিলা বললেন, কিন্তু লোটোর টিকিট তো দাম দিয়ে কিনতে হয়।

বললাম, আমারটা একদম ফ্রি। আসলে আমি একা থাকি, সময় কাটে না। আমার কী হবি নেই ? সব আছে। তবু বিকেলের এই সময়টা কীরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আপনি যদি বলতেন টু-বি বাস আসছে অথচ তার বদলে নয় নম্বর এল, আপনাকে টাকাটা দিতাম না। নিন ধরুন, আপনি বিজয়িনী, পুরস্কার গ্রহণ করুন।

অস্বস্তি মহিলার গলায়, অদ্ভুত তো!

বললাম, জীবনে অনেক কিছুর সঙ্গে আগে পরিচয় হয় না বলে মনে হয় অদ্ভুত। আমার থিয়োরি হলো প্রশ্ন করে ঠিকঠাক জবাব পেলাম বলে মনে আনন্দ হলো, তাই পুরস্কার দিলাম। প্লিজ

মহিলা বললেন, টাকাটা নিতে আমার লজ্জা করছে। আপনাকে চিনি না জানি না।

হাসলাম, বেশ। পরিচয় দিচ্ছি। আমি মধুসূদন দত্ত।

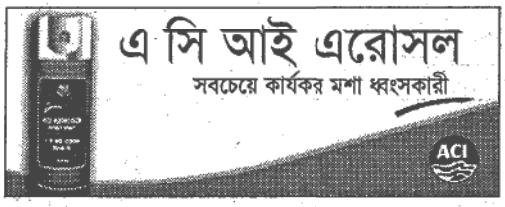

ও বাবা।

কী করব বলুন। ঠাকুরদা ভেবেছিলেন বড় কবি হব। আপনি ?

আমি ? আমি উর্বশী, উর্বশী দেবী। উর্বশী টাকাটা নিল। খুব ভালো লাগল। আজকালও মহিলারা আগের মতো দেবী বলে নিজেদের ঘোষণা করছেন।

আমি করি। ওটা এস-টি-ডি বুথ, না ?

যান না, ফোন করে আসুন।

উর্বশী বললেন, যাই, বাসের দেখা পেলে চেঁচিয়ে ডাকবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আপনার কী মনে হয় বুথে গিয়েই ফোন করতে পারবেন ? কোনো লোক ফোন করছে বলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না ?

উর্বশী ঠোঁট ওলটালো, হবে না আবার! দেখব ঠিক কেউ না কেউ কথা বলেই যাচ্ছে। উর্বশী এগিয়ে গেল বুথের দিকে।

একটু অন্যরকম ব্যাপার, তাই না ? এভাবে আলাপ হওয়ার কথা আমি আগে কল্পনাও করি নি। আচ্ছা আমি ঠগ হতে পারি, ফেরেববাজি করে মহিলার ব্যাগের টাকা হাতাতে পারি। মহিলা যে এই সন্দেহ করছে না তা নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার দেয়া টাকা নিল তো! দেখুন, মহিলার জন্যে কেউ অপেক্ষা করছে অথচ এখন যেন ফিরে যাওয়ার সেরকম তাড়া নেই। বিরক্ত মুখে ফিরে আসে।

উর্বশী বলল, লোকটা কী বলল জানেন ? পয়সা দিয়ে ফোন করছি তাই যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ কথা বলব। আপনার তাড়া থাকলে অন্য বুথে যান। কী অসভ্য মানুষ!

আমি ব্যাগ খুলে দুটো একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরলাম, নিন।

উর্বশী অবাক, কী ? কেন ?

বললাম, পুরস্কার। জিতে গেছেন এবারো।

উর্বশী হাসলেন ওমা! কী করে ?

বললাম, 'বলে গেছেন আপনার আগে লাইন থাকবে, তাই হলো। ঠিকঠাক গেস করেছেন ধরুন!

উর্বশী হাত নাড়লেন, কী আশ্চর্য! ঠিক বলতে পারলেই টাকা! কিন্তু দু-শো কেন ?

বললাম, অমিতাভ বচ্চনের কৌন বনেগা ক্রোড়পতি দেখেন নি ? প্রতিটি স্টেজে টাকার অ্যামাউন্ট বেড়ে যায়। নিন, ধরুন।

টাকা নিয়ে উর্বশী বললেন, আপনার আজ বিকেলে তিনশো টাকা লস হয়ে গেল।

বললাম, বিকেল শেষ হয়ে গেছে নাকি ? আপনি চলে গেলে আরো আধঘণ্টা অন্য লোকের সঙ্গে খেলা চলবে।

ওমা যদি আরো হেরে যান ?

আমারবই.কম

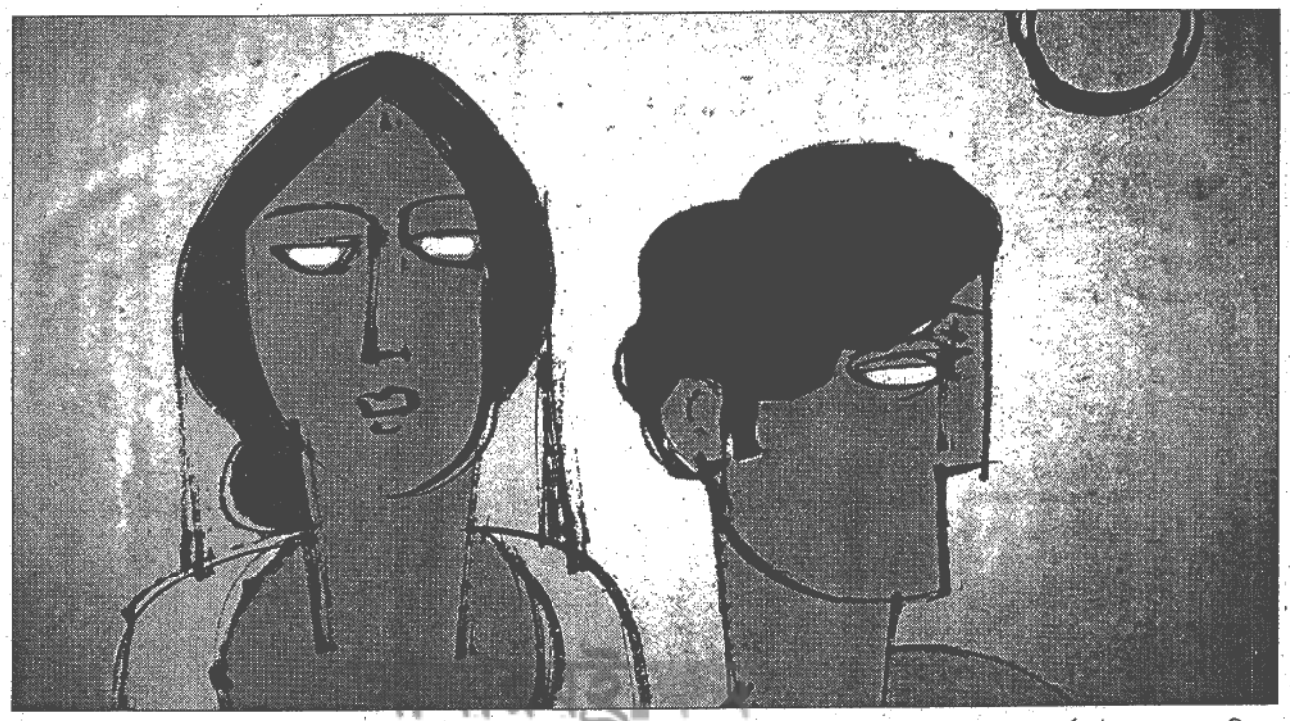

আমি তো জিততে চাই না! হারেই আমার আনন্দ।

ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হলো, তখন— এই যে বাস আসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত নাম্বার বাস?

উর্বশী। মাথা নাড়লেন, এবার দেখবেন টু-বি হবেই।

কথায় জোর দেখে জানতে চাইলাম, এত নিশ্চিত হলেন কী করে?

উর্বশী বললেন, আমার কপাল তো ওরকমই! বাস এসে দাঁড়ায়। সত্যি টু-বি বাস।

বললাম, ইয়েস টু-বি। নিন, তাড়াতাড়ি তিনশো টাকা। ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছেন তিনবার। এবার উঠে পড়ুন।

কিন্তু উর্বশীর ইচ্ছে নেই, কী করে উঠব, এ তো প্রচণ্ড ভিড়। এত ভিড়ে উঠলে আমি ঠিক মরে যাব।

বললাম দরজার কাছে ভিড়, ভিতরটা ফাঁকা, উঠুন, বাস ছাড়ছে। উর্বশী ওঠার আগেই চলে গেল বাস।

বললাম, যাচ্চলে! আপনি উঠলেন না।

উর্বশী রেগে গিয়ে— আপনি তো ভয়ঙ্কর লোক। নিন, ফেরত নিন, দুই এক মোট তিনশো টাকা। আমি নেব না।

মাথা নাড়লাম, আমি যা ত্যাগ করি তা চেষ্টা করলেও ভিতরে ঢোকাতে পারি না ম্যাডাম। কিন্তু আমি ভয়ঙ্কর লোক কেন মনে হলো?

অভিমানী গলায় উর্বশী বললেন, আপনি আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিলেন। ওই ভিড় বাসে উঠলে আমি ঠিক চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যেতাম।

বললাম। অ। বাসটা তো চলে গেল। আপনি টেলিফোন করতে পারেন নি, যে ভদ্রলোক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তাঁর কী হবে? উর্বশী হাসলেন, কী আর হবে। অপেক্ষা করে চলে যাবে। আমি চেষ্টা করেছি, বাস পাই নি, যখন পেলাম তখন উঠতে পারি নি, ব্যস। দিন।

অবাক হলাম, মানে?

উর্বশী বললেন, আরে! এই বললেন কৌন বগা ক্রোড়পতির তৃতীয় প্রশ্নের ঠিক জবাব দেয়ার তিনশো টাকা দেবেন—। অবশ্য আপনার আপত্তি থাকলে দিতে হবে না।

না, না আপনি কীসের। এটা তো আমার খেলা। ধরুন। আমি টাকাটা দিলাম, উর্বশী টাকা ব্যাগে রাখলেন। এই সময় চকরাবকরা জামা, চোখে গগলস, মাথায় সামার টুপি একটা লোক হেঁটে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। আড়চোখে দেখেও গেল।

চাপা গলায় উর্বশী বললেন, আশ্চর্য! এই লোকটিকে না আমি প্রায়ই দেখি।

বললাম, আমি এই প্রথম দেখলাম।

উর্বশী বললেন, আমি যেখানে যাই ওকে দেখতে পাই।

হাসলাম, তা হলে উনি সুন্দরী মহিলাদের দেখে বেড়ান। কাজকর্ম নেই বোধহয়। বাড়িতে দজ্জাল বউ, কী করবে বেচারি। আচ্ছা, আজ তা হলে চলি। আবার দেখা হবে।

উর্বশী বলে উঠলেন, মাত্র তো তিনবার হলো, আর খেলবেন না?

বললাম, আজ থাক। অন্যদিন হবে।

উর্বশী ঠোঁট বেঁকালো, কেন ভয় পাচ্ছেন? টাকা দেয়ার ভয়!

মাথা নাড়লাম, মোটেই না। এ খেলার নিয়ম হলো যিনি উত্তর দেবেন তিনি যদি একবার ভুল উত্তর দেন তা হলে জীবনে আর চান্স পাবেন না। তাই বলি কী, ভবিষ্যতের জন্যে কিছু রেখে দিন।

উর্বশীর গলা শান্ত, না। আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাই না। বর্তমানে বিশ্বাস করি। স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করতে পারেন।

আপনার স্বামী জীবিত না মৃত?

উর্বশী, জানি না। এটা কী ধরনের উত্তর হলো!

উর্বশী মুখ ফেরালেন, তিনি নিরুদ্দেশ, চলে গিয়েছেন। আজ রাত পোয়ালে বারো বছর পূর্ণ হবে। উঃ, কবে থেকে আজকের রাতটার জন্যে ওয়েট করছি।

সে কী! কেন?

স্বামী বারো বছরের মধ্যে না ফিরে এলে বউ বিধবা হয়ে যেতে পারে। বিয়েটা ক্যানসেল হয়ে যায়। কাল থেকে আমি মুক্ত।

ভদ্রলোকের জন্যে দুঃখ হয় না?

আগে হত—। আচ্ছা আমার পারসোনাল ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন কেন

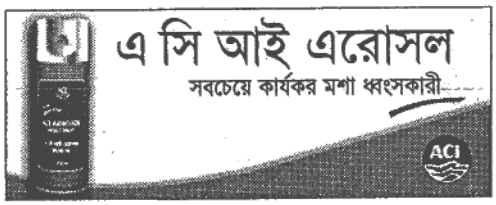

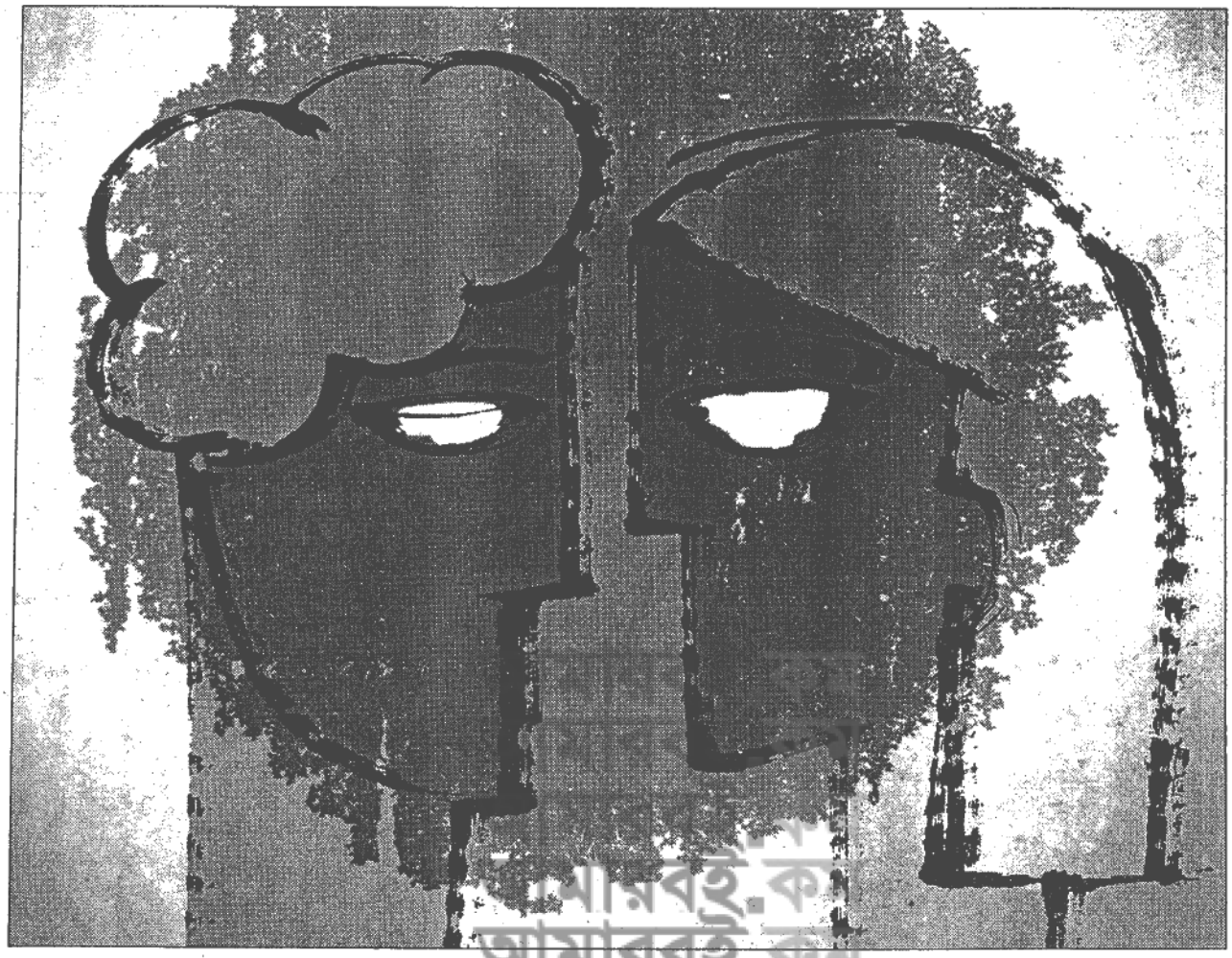

বলুন তো ? এটা আমি পছন্দ করি না।

গম্ভীর হয়ে বললাম, কারণ আমার চতুর্থ প্রশ্ন, আমি বিবাহিত না অবিবাহিত ? উত্তর দিলে ছয়শো টাকা। এখন থেকে দুটো ক্লু দিচ্ছি। আমার বাড়িতে কাক-চিল রেগুলার আসে। আর প্রত্যেক বছর একটা দিন আমি শাড়ি কিনি। দামি শাড়ি! উত্তর দেয়ার সময়সীমা শুরু হচ্ছে এখনই। আপনার কাছে তিনটি অপশন আছে। রাস্তায় যে-কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ফোন করে কোনো বন্ধুর কাছে উত্তরটা জানতে চাইতে পারেন অথবা দুটো ক্লু-র একটা অফ করে দিতে পারেন। বলুন!

চোখ বন্ধ উর্বশী বললেন, সর্বনাশ। ঠিক আছে, একটা ক্লু অফ করে দিন।

বললাম, কাক-চিল বসে অফ করলাম। বছরে একদিন শাড়ি কিনি। ঠিক এক মিনিট—শুরু হয়ে গেছে সময়।

মাথা নাড়লেন উর্বশী, ও কে আপনার বউ মরে গেছে।

আপনার মনে কোনো সংশয় নেই ? এখনো পঁচিশ সেকেন্ড আছে।

উর্বশী বললেন, না, নেই। অবিবাহিত লোকেরা বয়েস বাড়লে কিপটে হয়। বউ থাকলে রোজ টাকা বিলোবার খেলা খেলতে পারতেন না। বছরে একদিন স্ত্রীর জন্ম বা মৃত্যুদিনে শাড়ি কেনেন, কেন কেনেন আমি জানি না।

জিজ্ঞাসা করলাম, লক করে দেব উত্তরটা ?

দিন।

হাসলাম, উর্বশী, আপনার উত্তরটা একটু থামলাম, ভুল হয় নি। এই নিন, ছয়শো টাকা। ব্যস আজকের মতো খেল খতম। সন্ধে হয়েছে।

উর্বশী জিজ্ঞাসা করলেন, কাল আবার খেলবেন ? টাকা নিলেন তিনি।

বললাম, নিশ্চয়ই। এ আমার প্রাণের খেলা।

উর্বশী হাসলেন, তা হলে কাল আবার আমি আসব।

বললাম, আমার বাড়িতে অনেক কয়েন আছে। অনেককেই নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেছি কোন কয়েনটা কোন দেশের কেউ বলতে পারেন নি।

আমাকে চান্স দেবেন ?

আপনি আমার বাড়িতে যাবেন ? একটা কার্ড এগিয়ে দিলাম।

উর্বশী বললেন, হোয়াই নট। আপনি তো ভদ্রলোক। বললাম, কিন্তু একটা শর্ত আছে। কয়েনের খেলাটা খেলেই আপনাকে চলে আসতে হবে। পরের খেলার ব্যাপারে শর্ত থাকছে।

কী সেই শর্ত ?

বললাম, সেই খেলা খেলবে এমন মানুষ যে কখনো পাপ করে নি। আপনি পাপ করেছেন কিনা ভেবে নিন! এলাম।

আমি সরে এলাম উর্বশী চিন্তিত হয়ে ভাবছিল।

উর্বশীকে বাসস্টপে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি সরে এলাম রাস্তার অন্য মোড়ে, একটু আড়ালে নিজেকে রেখে ওর দিকে দূর থেকে লক্ষ রাখতে আরম্ভ করলাম।

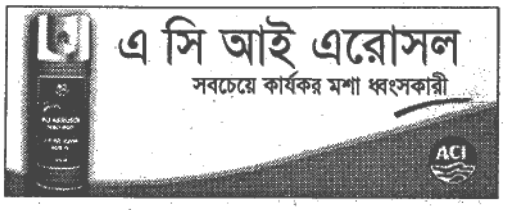

আমারবই.কম

এতগুলো টাকা আচমকা পেয়ে যাবেন তা নিশ্চয়ই উর্বশী ভাবেন নি, দেখলাম, আমার দিয়ে আসা কার্ড উল্টে পাল্টে দেখছেন তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে লোভের সাপ ছোবল মারছে, ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারলে টাকা পাওয়া যায় যখন তখন সেই খেলায় মাড়তে দোষ কী ? মুশকিল হলো, সব প্রশ্নের উত্তর তো সবার জানা থাকে না। তবু উর্বশী আসবেন। আরো টাকা পাওয়ার আশায় আসবেন। ওঁর সাজগোজ, লোভ দেখে মনে হচ্ছে, পবিত্র জীবনযাপন করেন না। প্রথমে বাস ধরে ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন, টাকা পেতে আরম্ভ করার পরে সেই ব্যস্ততা উধাও হয়ে গেল। অর্থাৎ ভদ্রমহিলা কর্তব্য অস্বীকার করতে পারেন, প্রয়োজন হলেই।

একটা লোক, চকরাবকরা সার্ট, চোখে গগলস, মাথায় টুপি পরে এগিয়ে এল ওপাশ থেকে। আরে! এই লোকটার কথাই তো তখন বললেন, উর্বশী, যেখানেই যান সেখানেই ওকে দেখতে পান। তার মানে লোকটা উর্বশীকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। কেন ?

উর্বশী দেখতেন লোকটাকে। যেন তাঁকে চেনে না। এমন ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে। সে একটু সরে ডাকল, এই যে শুনুন।

লোকটি আকাশের দিকে তুলে বলল, কে যেন কাউকে ডাকল।

এগিয়ে গেলেন উর্বশী, আমি ডেকেছি, আপনাকে, আপনি আমাকে ফলো করছেন কেন ? কি মতলব আপনার ?

চকরাবকরা শার্ট পরা লোকটা যেন এবার দেখতে পেল, 'ও আপনি ডাকলেন! বা আমার তো কোনো মতলব নেই। আমি নিষ্পাপ, মন্দিরের পূজারী।

উর্বশী ধমকে বললেন, কী ? আপনি নিষ্পাপ ?

লোকটা মাথা দোলালো, নিশ্চয়ই, আমার শরীরে কোনো পাপ থাকতেই পারে না। রোজ গঙ্গায় স্নান করি যাতে পাপ শরীরে না জমতে পারে।

উর্বশী চিৎকার করলেন, আপনি একটা ভণ্ড। এই চকরাবকরা শার্ট, টুপি, গগলস সব ভণ্ড। আমি যেখানেই যাই আপনি সেখানে ঘুরঘুর করেন, আপনি এক নম্বরের পাপী। এরপর যদি কোথাও আপনাকে দেখতে পাই—!

চকরাবকরা সার্ট হাত জোড় করল, দেখুন, আমি শিশুর মতো, শিশু যেমন মাকে খুঁজে বেড়ায় মাতৃহারা আমি তেমনি খুঁজে বেড়াই আমার মাকে।

উর্বশী দাঁতে দাঁত চেপে বলে, বাজে বকবেন না।

লোকটা এবার জোড়হাত করে, আপনাকে কি কখনও কেউ বলে নি যে আপনার মধ্যে একটা জগজ্জননী জগজ্জননী ভাব আছে ? আপনি ইচ্ছে করলেই বিশ্ব-মাতা হয়ে যেতে পারেন। তখন আপনার জিভ দিয়ে যা বের হবে তা-ই সত্যি। আমি আপনার মধ্যে সেই বিশ্বমাতাকে দেখতে পাচ্ছি উর্বশী।

অ্যাঁ, উর্বশীর চোখ বড় হলো, আপনি আমার শখ জানলেন কী করে ?

ওই যে, লোকটাকে একটু আগে নিজেই তো বললেন। উর্বশী আমি কি আপনাকে মা বলে ডাকতে পারি ? দেবতারা বাবা হলে উর্বশী তো আমাদের মা। আমি আপনাকে মাতৃরূপে নিষ্পাপ ভজনা করব। চকরাবকরা সার্ট আবার হাতজোড় করল।

নিষ্পাপ ? আচ্ছা, কী করে নিষ্পাপ হওয়া যায় ? উর্বশী জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনি কি কোন পাপ করেছেন ?

উর্বশী চাপা গলায় বললেন, অনেক পাপ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাপ। আর নিষ্পাপ না হলে আমি পরের পটনার প্রশ্ন করতে পারব না।

লোকটা এবার হাসল, বদলে আমি কি পাব ?

উর্বশী বললেন, ছোটখাটো কিছু চান। বড়ো হলে পারব না। ঠিক আছে, আমাকে মা বলে না হয় মনে মনে ভাবলেন।

চকরাবকরা বলল, সত্যি! দাঁড়ান, লাইনটা গেয়ে নিই।

চোখ বন্ধ করে চকরাবকরা গান ধরে, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।

উর্বশী চিৎকার করেন, এ— কী ?

চকরাবকরা পকেট থেকে হোমিওপ্যাথির শিশি বের করে কয়েকটা জলের ফোঁটা উর্বশীর গায়ে ছড়িয়ে দেয়, ব্যস হয়ে গেলেন।

উর্বশী অবাক, কী হলাম ?

চকরাবকরা বলল, নিষ্পাপ। আপনার শরীরে আর কোনো পাপ নেই। এটা গঙ্গাজল।

উর্বশী হাসলেন, দূর!

চকরাবকরা বলল, এখন থেকে আপনি যা বলবেন, তা-ই সত্যি হবে, উর্বশী মা।

উর্বশী বললেন, আর একবার বলুন প্লিজ।

না। আমার বউ রাগ করবে।

আপনার বউ ?

চকরাবকরা বলল, ও আপনাকে শাশুড়ি ভাবতেই পারবে না।

উর্বশী গম্ভীর, আপনি বিবাহিত ?

চকরাবকরা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তবে কাল কোর্টে গিয়ে ডিভোর্সের অর্ডার নেব। মিউচুয়াল ডিভোর্স। তার আগে যদি বউ চটে যায় তা হলে ও কনটেস্ট করবে, আর ডিভোর্স হবে না।

উর্বশী বলল, অ। আচ্ছা, কাল বিকেলে কি আপনি এখানে আসছেন ?

চকরাবকরা হাসল, না। বউ-এর শেষ ইচ্ছা, ডিভোর্সের পর আমরা শেষবার একসঙ্গে নাটক দেখতে যাব। ওই যে হলটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে। আচ্ছা, আমি এবার কাটি, বউ-এর আসার সময় হয়ে গেল।

উর্বশী মুখ বেঁকালেন, বাব্বা। আপনি এখনো বউকে ভয় পাচ্ছেন ?

চকরাবকরা বলল, কাল দুপুর পর্যন্ত। একবার ডিভোর্সের অর্ডারটা এসে গেলে আমায় পায় কে ? ও হ্যাঁ, আজ আপনি লোকটার কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়েছেন তাই না ?

উর্বশী বললেন, কী পেয়েছি তার হিসাব মেলাতে চাই না। আবার বাস এসে গেছে, বাই।

বাস এসে দাঁড়াল। উর্বশী চলে গেল। চকরাবকরা হোমিওপ্যাথির শিশির বাকি জল সযত্নে গায়ে ঢালল। এই সময় একজন মহিলাকে বাসস্টপের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

মহিলা চমকে ওঠেন, এ কী ? তুমি এখানে ?

চকরাবকরা বলল, এই রাস্তায়, না, শুনলে তুমি রাগ করবে নীপা।

মহিলার গলায় ক্লান্তি, দ্যাখো গোপাল, রাগ করতে যে এফর্ট দরকার সেটাও আমি তোমার ব্যাপারে দিতে চাই না। আর তো মাত্র একটা রাত। যা বলার বলতে পারো।

গোপাল বলল, এই রাস্তায় খুব ইভটিজিং হচ্ছে। তাই ভাবলাম, আজ আমাদের দাম্পত্য জীবনের শেষ দিন, যদি সাহায্যে লাগি। এই আর কী!

নীপা অবাক, ইভটিজিং! আমাকে কি কোথাও ইভ বলে মনে হচ্ছে ?

গোপাল হাসল, শুনলে তুমি দুঃখ পেতে পারো নীপা।

নীপা মাথা নাড়লেন, একদম না। তোমার ব্যাপারে ওসব অনুভূতি আজ ডেড।

গোপাল বলল, তোমাকে ইভ মনে হলে আমি কি ডিভোর্সে রাজি হতাম! কিন্তু অন্য লোকের তো মনে হতে পারে। তুমি তো বলো পুরুষরা বেসিক্যালি বদ।

নীপা গম্ভীর হলেন, অবশ্যই। এই যে চকরাবকরা জামা, টুপি, গগলস, এগুলো সব বদ। আমার জীবনটা তুমি নরক করে দিয়েছ। উঃ হাসছ যে ?

গোপাল হাসল, কোথায় হাসলাম।

নীপা বললেন, তা তো হাসবেই। কাল

থেকে মুক্ত পাখি, আকাশে উড়বে। সেই আনন্দে হাসি তো আসবেই। কাল সকাল এগারোটায় কোর্টে যাবে।

দূর থেকে চকরাবকরার সঙ্গে রুচি সম্পন্না একজন মহিলাকে কথা বলতে দেখে কৌতূহলী হলাম। মহিলা যে লোকটার ওপর খুব বিরক্ত তা বোঝা যাচ্ছে। ঠিক করলাম ওদের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে হবে।

কিন্তু আমাকে আসতে দেখে লোকটা তড়িঘড়ি কথা না শেষ করেই মহিলার সঙ্গ ত্যাগ করল। মহিলাকে বলতে শুনলাম, বদ লোক। কখনও কোনো কথা শেষ করতে দেয় না।

সামনে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললাম, কিছু মনে করবেন না, ওই ভদ্রলোক, অবশ্য ভদ্রলোক বলা উচিত কিনা জানি না, আপনার কি পরিচিত ?

মহিলা অবাক হলেন, আপনি ?

ইচ্ছে করেই বললাম, আমি মধুসূদন দত্ত, যে লোকটিকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম তার সম্পর্কে অভিযোগ আছে।

মহিলা বললেন, জানি। ও মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করে।

বললাম, চমৎকার। তারপর পকেট থেকে ব্যাগ বের করে একটা একশ টাকার নোট এগিয়ে ধরলাম,

নিন।

এটা কেন ?

আপনার উত্তর একেবারে ঠিক। তাই পুরস্কার।

কে আপনি ? আমি টাকা নেব কেন ?

বললাম, লাখপতি হোন বলে একটা খেলা আমি চালু করেছি। প্রথম স্টেজ এই রাস্তায়। চারটে প্রশ্ন। ঠিকঠাক উত্তর দিলে আপনি পাবেন বারোশো টাকা। পরের স্টেজগুলো একটু টাফ, আবার বাড়িতে। আজ আমার হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে। ধরুন।

নীপা মাথা নাড়লেন, আমি নেব না।

বললাম, ঠিক আছে, আপনার নাম করে কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেব। দ্বিতীয় প্রশ্ন, হেমামালিনী ধর্মেন্দ্রর কে হন ? চারটে উত্তর, স্ত্রী, হাফ স্ত্রী, বান্ধবী, প্রেমিকা। কোনটা ?

নীপা অবাক, আপনি কি উন্মাদ ?

বললাম, বললেই দুশো। আরে বলুন না, ঠিক বলতে পারলে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে টাকাটা যাবে, তাতে অসহায় মানুষের উপকার হবে।

নীপা মাথা নাড়েন, কোনোটাই না। ধর্মেন্দ্র-র মেয়েদের মা।

বললাম, দারুণ। অপূর্ব! চমৎকার। আরো দুশো জমা পড়ল। মানে মোট তিনশো টাকা। তৃতীয় প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের বিয়ের সময় তাঁর দাড়ি দেখে নতুন বউ কী বলেছিল ? ক্লু হল, রেগে গিয়েছিল, কেঁদে ফেলেছিল, খুশি হয়েছিল অথবা কিছুই করে নি। চটপট বলুন, সময় কম।

নীপা বললেন, কিছুই করেন নি। কারণ বিয়ের সময় রবীন্দ্রনাথের দাড়ি ছিল না।

খুশি হলাম, সাবাস। ধরুন— ও আপনি তো নেবেন না। আরো তিনশো। শেষ প্রশ্ন, আজকের জন্যে, আমাকে কী মনে হয় ? বিবাহিত বা অতিবাহিত ? দুটো ক্লু। আমার বাড়িতে কাক-চিল রেগুলার আসে। দুই, আমি বছরে একদিন দামি শাড়ি কিনি।

নীপা বললেন, অবিবাহিত লোকেরা এমন পাগল হয় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে আমি বিবাহিত ?

নীপা বললেন, বিবাহিত লোকেরা এভাবে টাকা ওড়ায় না।

তা হলে ?

বিয়ে করেছিলেন কিন্তু এখন বউ নেই।

বললাম, সাবাস। এই নিন আরো ছয়শো। মোট বারোশো। আপনি তো টাকা নেবেন না। এই নিন আমার কার্ড। কাল সন্ধ্যায় চলে আসুন। এরপরের স্টেজে উত্তর দিতে পারলেই লাখ টাকা। তবে হ্যাঁ, আসার আগে ভেবে নেবেন আপনি নিষ্পাপ কিনা। চলি।

আমি চলে এলাম তাঁর সামনে লোক, বুঝলাম ভদ্রমহিলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছেন।

২

লিখতে বসে ভাবছিলাম। লিখতে লিখতে লেখা হয়ে যায়। লেখা শুরুর আগে সেটা একদম বোঝা যায় না। এই যে চারটে চরিত্র তাদের রকম-সকম আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। ঠিক বললাম, না, সবশেষে যিনি এলেন, যিনি চকরাবকরার আজ অবধি স্ত্রী, কাল বিবাহ বিচ্ছিন্ন হবেন তাঁকে যেন একটু একটু বুঝতে পারছি। আবার পারি না-ও। না পারার কারণ যাকে সহ্য করতে না পেরে বিয়েটা ভেঙে ফেলছেন উনি, তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে নাটক দেখতে যাওয়া কেন ? Last ride together যদি বলেন তা হলে তো বলতে হবে মাথায় এখনো থেকে গেল। কিন্তু কথা বলে বিন্দুমাত্র বোঝা যায় নি। মহিলার ব্যক্তিত্ব আছে তাই আমার দিতে চাওয়া টাকা নিতে রাজি হন নি। মনে হলো কেউ একজন আসছেন। কে ? আপনি ?

আমাকে আপনি বলবেন না। আমি আপনার মেয়ের মতো।

আমার মেয়ে—।

লেখক তো স্রষ্টা। আমার সৃষ্টি। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

বেশ বলো।

আমার মনে সবসময় লোভ লকলক করে, কেন ?

কারণ তুমি অল্পে সন্তুষ্ট নও।

আমি কেন অল্পে সন্তুষ্ট হব ?

তাতে সুখ আছে, শান্তি আছে।

তা হলে আপনি আমাকে সেইভাবে তৈরি করলেন না কেন ?

দ্যাখো, আমি তোমাকে কল্পনা করেছিলাম। তুমি পৃথিবীতে আসার পর নিজের মতো আচরণ করেছ। সেই আচরণটাকেই আমি গল্পে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। কখনো তোমাকে আমার ইচ্ছেমতো পরিচালিত করতে চাই নি। তোমার স্বামী যে বারো বছর আগে নিরুদ্দেশে চলে গিয়েছেন তা তোমার মুখ থেকেই জানতে পারলাম। আজ রাত পোয়াতে তুমি স্বাধীন হয়ে যাবে। এসব তো আমি কল্পনা করি নি।

কিন্তু এখন আমি কী করব ?

যেমন আছ তেমন থেকো।

না। আমি অন্য জীবন চাই।

সেটা কীরকম ?

নিষ্পাপ জীবন।

তা হলে কোনো চার্চে বা মাঠে গিয়ে কাজ করো।

কেন ? সংসারে থেকে নিষ্পাপ থাকা যায় না ?

নিষ্পাপ বলতে তুমি কী বোঝো ?

বিশ্বাস করুন সেটাই আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু ওই যে লোকটা বলে গেল, ওর বাড়িতে যেতে হলে আমাকে নিষ্পাপ হয়ে যেতে হবে— তারপর থেকেই মনে হচ্ছে কী করে নিষ্পাপ হব। আপনি আমাকে নিষ্পাপ করে দিন, প্লিজ।

তার মানে, আরেক বড়ো লোভ তোমাকে ছোবল মারছে বলে তুমি নিষ্পাপ হতে চাইছ।

সে আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন।

তুমি কখনো পাপ করেছ বলে মনে করো ?

আমারবই.কম

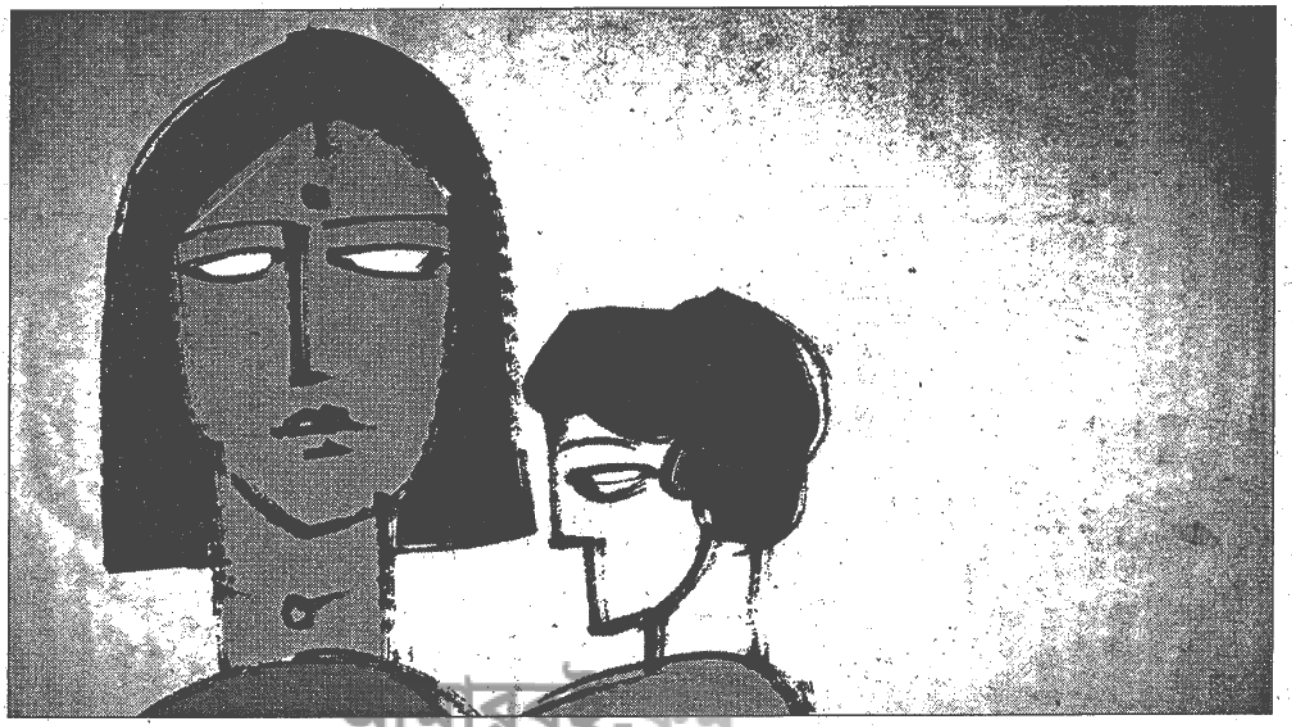

আপনি তো খুব নেকু লোক। জেনেশুনে জিজ্ঞাসা করছেন। এই আমি স্বামী নেই, বাড়িতে বৃদ্ধা মা, তিনবোনের বিয়ে দিয়েছি, চাকরি পাই নি বলে করি নি, এত খরচ মিটিয়েছি কী করে, তা জানেন না ? টাকাগুলো কি আপনি যোগান দিয়েছেন ?

বিশ্বাস করো, আমি জানি না। আমি তোমাকে ভেবেছি মাত্র, তোমার আচরণ নিয়ে মাথা ঘামাই নি।

ওই যে লোকটা বারোশো টাকা দিয়ে গেল, এমনি এমনি দিল বলে ভেবেছেন ? আজকের বাজারে কেউ বিনা কারণে টাকা দেয় ? নিশ্চয়ই আমাকে ব্যবহার করে বড়ো দাও মারবে। কিন্তু তার আগেই যদি আমি ওর লাখটাকা জিতে নিতে পারি—। কিন্তু তার জন্যে নিষ্পাপ হতে হবে আমাকে। উঃ, কী যে করি।

বেশ তো, তুমি নিজেকে নিষ্পাপ বললেই তো হয়ে গেল।

এই বুদ্ধি নিয়ে কী করে লেখেন ? লোকটা যদি পরীক্ষা দিতে বলে ? আগুন জ্বালিয়ে বলে এর মধ্যে দাঁড়াও। সীতার মতো। সীতা ওই পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিল, আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাব। আমি কি পাগল! আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পাপ।

সেকি!

রোজ রোজগার করতে পুরুষগুলোকে ছুঁতে হচ্ছে না ? তারা তাদের সব পাপ আমার শরীরে ঢেলে দিয়েছে। পাপ থেকে লোভ, আরো লোভ। আমি যখন ভদ্রসরের বউদের দেখি তখন মনে মনে কুঁকড়ে যাই। ভাবি তারা কী সুখে আছে। পাপমুক্ত।

তোমার ধারণা ভুল। তাদের অনেকেই দুঃখ নিয়ে আছে। অনেকেই তোমার মতো প্রকাশ্যে না করলেও গোপনে পাপ করছে।

আচ্ছা, আপনি যখন আমার স্রষ্টা তখন আপনার কর্তব্য আমার সমস্ত পাপের দায়িত্ব বহন করা। তাই না ?

কী বলতে চাও ?

হাত বাড়ান। আমার দিকে হাত বাড়ান। আমার শরীর স্পর্শ করে বলুন, তোমার সব পাপ এখন আমি নিলাম।

তা হলেই নিজেকে পাপমুক্ত মনে করবে ?

হ্যাঁ, করব।

(স্পর্শ করে— বেশ। তোমার সব পাপ এখন আমি নিলাম। আঃ। এখন থেকে আমি পাপমুক্ত হয়ে গেছি। আর আমি পিছন দিকে তাকাব না। কিন্তু কিন্তু—।

কী কিন্তু ?

আপনার মুখটা কীরকম বদলে গেছে। কী ভয়ঙ্কর পাপী পাপী বলে মনে হচ্ছে। এখন আপনি যে-কোনো পাপ করতে পারেন এবং তার জন্যে একটুও অনুতাপ হবে না আপনার। আমি আপনাকে সহ্য করতে পারছি না, আমি যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি। স্বপ্নে যে আমার কাছে এসেছিল সে ভয় পেয়ে দৌড়ে চলে গেল।

স্বপ্ন ভেঙে আমি দুহাতে মুখ ঢাকলাম।

৩

নীপার বাড়িতে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। নীপার পরনে পরিবর্তিত পোশাক, চকরাবকরা, যার নাম গোপাল, সেই এক জামা।

গোপাল বলল, তা হলে— শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল।

নীপা বললেন, হ্যাঁ। এখন থেকে তুমি স্বাধীন। কাউকে জবাবদিহি করতে হবে। না, অকারণে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হবে না। এখন তুমি যা খুশি করতে পারো।

গোপাল বিষণ্ন, আর তুমি ?

নীপা বললেন, আমি ? আমি আমার মতো থাকব। বিয়ে করে সুখ চেয়েছিলাম তা আমার কপালে জোটে নি। প্রতিমুহূর্তে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে স্বস্তি কাকে বলে তাও ভুলে গিয়েছিলাম। এখন অন্তত স্বস্তিতে থাকতে পারব।

গোপাল হাসল, ইয়ে— মানে— তোমার আবার সেটলড হওয়ার ইচ্ছে নেই ? নীপা চট করে তাকাল গোপালের দিকে।

গোপাল বলল, 'না, মানে, এখনো তো অনেকটা জীবন পড়ে আছে সামনে। একা—।

নীপা বললেন, একবার বিয়ে করে তো দেখলাম। প্রত্যেকটা পুরুষের অন্তত দুটো মুখোশ আছে একটা বিয়ের আগে দ্বিতীয়টা বিয়ের পরে। তোমার অবশ্য আরো অনেক বেশি মুখোশ। পুরুষ মানে যে কী চিজ তা আমি এই জীবনে হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়েছি। অনেক হয়েছে, তুমি নিশ্চয়ই এর

মধ্যে বউ ঠিক করে ফেলেছ!

গোপাল হাসল, দূর। আমার বয়সের ডিভোর্সি পুরুষকে বিয়ে করবে কে ?

নীপা ব্যঙ্গ করল, সেকি গোপালবাবু! রাতদিন সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তাদের পিছনে ঘুরঘুর করতে, তাদের কেউ কেউ তো বেশ গদগদ বলে মনে হতো।

গোপাল বলল, আমার সঙ্গে কথা বললে সেই মেয়ে গদগদ হয়ে যে জানে আমি কখনো বিয়ের জন্যে চাপ দেব না, খুচরো প্রেমের সাধ মিটিয়ে দেয়া যাবে, বাবা-মা দেখলে প্রেমিক বলে মোটেই ভাববে না। কিন্তু তারা কেটে পড়ে, যখন জেনে যায় আমার ভাঁড়ে মা ভবানী, মালকড়ি কিছু নেই।

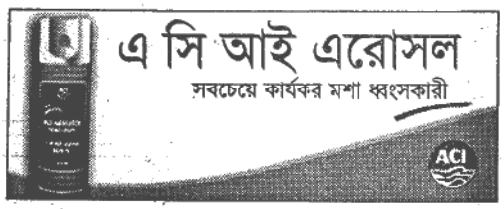

নীপা মুখ বেঁকালেন, শুনলেই শরীর ঘিনঘিন করে। এবার কাজের কথা বলি। আজ সকাল পর্যন্ত হাজারবার বলা সত্ত্বেও তুমি থাকার জায়গা আলাদা করো নি। কিন্তু এখন ডিভোর্সের অর্ডার যখন হয়ে গেছে তখন তোমার সঙ্গে এক বাড়িতে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তুমি তোমার বাক্স-পত্র যা আছে নিয়ে এখনই চলে যাও।

গোপাল জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাব ?

নীপা বললেন, যে চুলোয় ইচ্ছে। তুমি এখন পরপুরুষ।

গোপাল বলল, বিশ্বাস করো, আমার কোনো থাকার জায়গা নেই।

নীপা বললেন, অনেকবার শুনেছি একথা। আর নয়।

গোপাল রেগে গেল, কিন্তু আমি কেন যাব ? বিয়ের পর দুজনে মিলে বাড়িভাড়া করেছিলাম। আজ তুমি থাকবে আর আমি চলে যাব ? যেতে হলে তুমি যাবে, আমি থাকব। আমি ফিফটি পার্সেন্ট ভাড়া দিয়ে আসছি।

নীপা হাসল, তার কোনো প্রমাণ নেই গোপাল। বাড়িভাড়ার রসিদ আমার নামে।

গোপাল বলল, সর্বনাশ! তাই তো!

নীপা বললেন, অতএব তোমাকে একঘণ্টা সময় দিলাম।

গোপাল বলল, মাইরি, এটা কি ঠিক হচ্ছে ? আমি কোথায় থাকার জায়গা পাব ?

নীপা রেগে গেলেন, আমার সামনে ওই সব অশ্লীল শব্দ আবার বলছ ?

গোপাল বলল, মাইরি অশ্লীল শব্দ নয়।

নীপা বললেন, বদ শব্দ। যাদের বদ রুচি আছে তারাই বলে।

গোপাল বলল, ঠিক আছে, একটা মেস দেখি। মেসের খাবার শুনেছি খুব খারাপ। নীপা, কাল থেকে তোমার হাতের রান্না আর খেতে পাব না, না ? সেই যে ফুলকপির তরকারিটা, দই-মাছটা— আহা! ওগুলোর স্বাদ আর এ জীবনে পাব না, না!

নীপা বিরক্ত হলেন, রাবিশ। ডিভোর্স পর্যন্ত পৌঁছবার পরিস্থিতি তৈরি করার আগে এসব ভাবো নি কেন ? ন্যাকামি।

গোপাল গম্ভীর হল, না। ডিভোর্সটা দরকার ছিল। এভাবে তুমি আমি কেউই থাকতে পারছিলাম না। কিন্তু তাই বলে এখনই আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এটা ভাবি নি।

নীপা বললেন, ঠিক আছে। আমি বলেছিলাম বিয়ে ভেঙে গেলেও আমি শত্রু হব না। বেশ, তোমাকে দশ দিন সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে তুমি চলে যাও। এই দশদিন আমি বড়দির বাড়িতে গিয়ে থাকব। আর হ্যাঁ,

আমার বেডরুমে তুমি ঢুকবে না; ওটা আমি তালা দিয়ে রাখব।

গোপাল হাসল, থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু। এই কারণেই আমার বন্ধুরা যখন বলেছিল, ওরে গোপলা, মিউচুয়াল ডিভোর্সে যাস না, কনটেস্ট কর, বউ চাকরি করে, মাল হাতিয়ে নে, আমি রাজি হই নি। তোমার কত বড় হৃদয় তা তো আমি জানি। বেশ, এখন হাতে কিছু সময় আছে। নাটক দেখার কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি।

নীপা জিজ্ঞাসা করলেন, টিকিট কেটেছ?

গোপাল বলল, গেলেই পাওয়া যাবে।

নীপা বললেন, আমি ডিসিশান চেঞ্জ করেছি। নাটক দেখতে যাচ্ছি না।

গোপাল অবাক, কেন? লাস্ট রাইড টুগেদার হবে কথা ছিল যে।

নীপা বললেন, ওসব ন্যাকামির চেয়ে অনেক বেশি জরুরি কাজ আছে, তাই আমি মধুসূদন দত্তের বাড়িতে যাব।

গোপাল বলল, সেকি! ওই লোকটা মতলববাজ, ধড়িবাজ। মাছ ধরার আগে যেমন চার ছড়ানো হয় ও তেমন রাস্তায় মেয়েদের টাকা বিলিয়ে লোভ দেখাচ্ছে। ওখানে যেয়ো না নীপা।

নীপা বললেন, আমি জানি পুরুষ মানেই মতলববাজ, ধড়িবাজ। যেমন তুমি। কিন্তু আমি যদি জিততে পারি তা হলে তার পুরো টাকা অনাথ আশ্রমের বাচ্চারা পাবে। শুধু এই কারণেই আমি যাব।

গোপাল তাকাল, কত টাকা?

নীপা বললেন, অন্তত এক লক্ষ।

গোপাল বলল, এত টাকা তুমি গেস্ট নিয়ে গেলে মধুসূদন দত্ত কি রেগে যাবে?

নীপা বললেন, জানি না।

গোপাল বলল, তুমি বলবে, আজ আমাদের একসঙ্গে নাটক দেখার কথা ছিল; সেটা ক্যানসেল করে একসঙ্গে এখানে এলাম।

নীপা ব্যঙ্গ করলেন, তুমি কেন যাবে? কোনো প্রশ্নের তো জবাব দিতে পারবে না।

গোপাল বলল, কে বলতে পারে। আমি চাকরির পরীক্ষা দিতে বসে দেখেছিলাম কোনো প্রশ্নের উত্তর জানি না। উত্তর দেয়া আছে, ঠিক উত্তরে টিক দিতে হবে। চোখ-কান বুঝে দিয়ে গেলাম। ষাট নম্বর পেয়েছিলাম, জানো। প্লিজ নীপা, আমাকে নিয়ে চলো।

নীপা বললেন, আমার উচিত নয়। ওখানে গিয়ে তুমি অসভ্যতা করবে।

গোপাল বলল, মাইরি না। সরি। করব না। বিশ্বাস করো।

নীপা বললেন, তা হলে পাঁচটার সময় এই এখানেই অপেক্ষা করতে পারো। নীপা চলে যায়।

গোপাল বললেন, এক লাখ টাকা। উঃ। আমার জিভে যদি সরস্বতী এসে বসত আর আমি ঠিকঠাক বলতে পারতাম। কিন্তু টাকাটা আমার চাই। যে করেই হোক।

৪

লেখকের বাড়ির সামনেই সেই বিকেলে উর্বশী আসেন একটু আগেই। ঘড়ি দেখে মনে মনে বললেন, একটু আগে এসে পড়েছি। সেই যে একটা অভ্যেস ছিল সব ব্যাপারে দেরি হয়ে যাওয়ার, সেটা আর এখন আমার নেই। কী দারুণ মুক্ত লাগছে। নিজেকে। বাড়িতে আমার অসুস্থ মা, সেই মা-ও বলল, উবু, তোকে কীরকম অন্যরকম দেখাচ্ছে। দেখাবেই। আমার মধ্যে তো কোনো পাপ নেই। যে পাপকাজগুলো করতাম সেগুলো আর করব না। কিন্তু টাকা তো চাই। এক লাখ টাকা। সেটা টাকা দিয়ে মা-এর চিকিৎসা করাব, ভাইকে একটা ছোট্ট দোকান করে দেব, তেমন হলে দোকানটা আমিও দেখাশোনা করব। ধরা যাক পানের দোকান। আমার মতো মেয়ে পান সেজে বিক্রি করছে জানলে নিশ্চয়ই প্রচুর খদ্দের আসবে। একেবারে সৎ পথে আয়। এই সময় গোপাল ঢোকে। পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি।

গোপাল জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন?

উর্বশী অবাক, আরে! আপনি? একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

গোপাল হাসল, তাই? বেশ নির্মল, তাই না? আপনিও বদলে গেছেন।

উর্বশীও হাসলেন, হ্যাঁ। আমি আর আগের মতো নই।

গোপাল বলল, আমিও চেষ্টা করছি, খুব চেষ্টা করছি।

উর্বশী জানতে চাইলেন, আচ্ছা, আপনাদের ডিভোর্স কি হয়ে গিয়েছে?

গোপাল বলল, হ্যাঁ। সেই পাপ থেকেও মুক্ত হয়েছি।

উর্বশী হাসলেন, কেন? আপনি তো গঙ্গাজল ছিটিয়ে পাপ দূর করতেন।

গোপাল বলল, তখন সত্যি ভণ্ড ছিলাম। নিজেকে নিজেই ধোঁকা দিতাম। এখন আর তা করি না। এখন আমি একা, কী দারুণ একা।

উর্বশী বললেন, এরকম একা কতদিন থাকতে পারবেন?

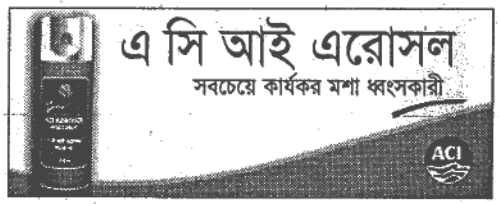

গোপাল বলল, ঈশ্বর যতদিন চাইবেন। এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি তাঁর ইচ্ছায়, চলে যাব তাঁর ইচ্ছায়। মাঝখানের সময়টুকু নিজেদের মতো একটু খেলাধুলা করে নেয়া— ব্যস।

উর্বশী লজ্জা পেলেন, কী যে বলেন? আমি আপনার নামটাই ভালো করে জানি না।

গোপাল বলল, গোপাল, গোপালচন্দ্র দাস। আপনি উর্বশী।

আমি উর্বশী কর।

আপনাকে বিধাতা সত্যি উর্বশী করেছে।

ধ্যাৎ। কোথায় থাকেন?

এতদিন বউয়ের সঙ্গে থাকতাম, এখন তো একা। তাই একটা থাকার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি, না পেলে গাছতলা তো আছে। উর্বশী বললেন, ছিঃ। গাছতলায় থাকতে যাবেন কেন? কত ভাড়া দেবেন?

গোপাল বলল, কত দিলে একটা ভদ্র বাড়ি পাওয়া যাবে?

উর্বশী বললেন, অন্তত চার হাজার।

গোপাল চোখ বন্ধ করে বলল, মা।

উর্বশী জিজ্ঞাসা করল, কী হলো?

গোপাল বলল, কিছু না। আজ সন্ধের পরে আপনাকে বলব হ্যাঁ।

উর্বশী বললেন, বেশ। এবার আমাকে যেতে হবে। আপনার ফোন নাম্বার কত? অবশ্য দিতে যদি আপত্তি না থাকে—।

গোপাল বলল, কী হবে দিয়ে! ওটা তো এক্স বউ-এর বাড়ির ফোন।

উর্বশী বললেন, তাহলে আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না? নিশ্চয়ই হবে, কী বলুন। এই হঠাৎ কখনো কোনো রাস্তায় অথবা ট্রাম-বাসে অথবা পাতাল রেলে—। সেই ভালো আচ্ছা চলি। আমাকে এই বাড়িতে যেতে হবে। উর্বশী দ্রুত লেখকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়। গোপাল দাঁড়িয়ে থাকে।

৫

আমার সুন্দর সাজানো ড্রয়িং রুম। উর্বশী একটি চেয়ারে এসে বসলেন সন্ত্রস্ত। চারপাশে তাকালেন। একটা ছবি রয়েছে টেবিলের উপর। তার মুখের অর্ধেক সাদা কাপড়ে ঢাকা। চারপাশে তাকালেন উল্টো দিকের দেওয়ালে একটা পাঁচ ফুট লম্বা তিন ফুট উঁচু বাক্স। বাক্সের গায়ে ফুটো রয়েছে। পাশের দরজা দিয়ে আমি ঢুকলাম ঘরে। বললাম, নমস্কার। সুস্বাগতম। আপনি ঠিক সময়ে এসে গেছেন। এখানে আসতে কোনো অসুবিধে হয় নি তো?

উর্বশী বললেন, না-না।

আমারবই.কম

বেল বাজাতেই নিচের দরজা খুলে দিয়েছিল ?

হ্যাঁ। কিন্তু— লোকটা কে ?

কেন ?

উর্বশীর চোখ বড় হলো, কী ভয়ঙ্কর দেখতে। যেমন লম্বা শরীর, দাঁতগুলো তেমনি লম্বা।

কিন্তু ওর মনটা ভালো। আরাম করে বসুন। হ্যাঁ, আজকের এই লাখপতি হওয়ার খেলায় আপনি ছাড়া আর একজনের থাকার কথা। কিন্তু আপনাকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে। কিছু হয়েছে ?

উর্বশী লজ্জা পেলেন, না-না কী আর হবে। আমি শুধু নিজেকে বদলে ফেলেছি।

বদলে ফেলেছেন ? কী রকম ?

আপনি শর্ত দিয়েছিলেন এখানে আসতে হলে আমার মধ্যে কোনো পাপ থাকা চলবে না। তাই আমি আমার সব পাপ একজনকে দিয়ে দিয়েছি।

সে কী ? তিনি কে ?

আছে একজন। তারপর থেকেই নিজেকে কীরকম হালকা হালকা লাগছে। মনটাও খুব ভালো হয়ে গেছে।

বললাম, বাঃ। খুব ভালো। আজ তো আপনার একটা বিশেষ দিন।

উর্বশী, তার মানে ?

আমি হাসলাম, বাঃ। আজ আপনার স্বামী ছাড়া থাকার বারো বছর পূর্ণ হবে বলেছিলেন।

উর্বশী বললেন, ওঃ। হ্যাঁ। জানেন, মাঝে মাঝে কেন মনটা উদাস হয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিলাম না। আপনার কথায় বুঝলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন উদাস হয়ে যাচ্ছে ?

উর্বশী বললেন, হাজার হোক সে আমার স্বামী। তার মনে বৈরাগ্য এল যে অমনি সংসার ছেড়ে চলে গেল। ভগবান যদি মনে বৈরাগ্য ঢুকিয়ে দেন তো সে কী করবে ? এতদিন মনে পাপ ছিল তাই বুঝতে পারি নি। ওর উপর রাগ হতো, আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে বলে পেট ভরাতে নানান কু-কাজ করতে হতো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার মনেও বৈরাগ্য আসছে, আমিও তার কাছে চলে যেতে পারি।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁর ঠিকানাটা জানেন ?

উর্বশী বললেন, না। সন্ন্যাসী হলে তো হিমালয়ে যায়, তাই না ?

মাথা দোলালাম, হ্যাঁ। তাই শুনেছি। আবার হিমালয়ের অনেকটা চীন, সেখানে ঢুকতে দেবে না, নেপালেও না, শুধু হিমালয়ের ভারতীয় অংশে ঘুরলেই হয়তো তার দেখা পেয়ে যাবেন। তবে তার আগে দেখুন তিনি নিজেই হয়তো এসে পড়বেন।

খুশিতে উর্বশী বললেন, ওঃ কী ভালোই যে হয়। পবিত্র নিষ্পাপ মানুষ আমাকে এখন খুব টানছে। অন্য কেউ বেশি টানার আগে ওর এসে যাওয়া উচিত, তাই না ?

বললাম, অবশ্যই। চেনা মাঠে খেলা তো অনেক বেশি নিরাপদ।

উর্বশী বসলেন, কিন্তু আপনি শুধু কথাই বলে যাচ্ছেন, খেলা কখন হবে ?

ছেড়ে বললাম, হবে। লাখ টাকা জিতলে কী করবেন ?

উর্বশী বললেন, বলব ? মায়ের চিকিৎসার জন্যে দেব কিছু, ভাইকে পানের দোকান করে দেব আর বাকি টাকা নিয়ে হিমালয়ে যাব ওকে খুঁজতে।

বললাম, চমৎকার। উইশ ইউ গুড লাক। কিন্তু উর্বশী দেবী—

উর্বশী বললেন, আমাকে উবু বলে ডাকবেন, মা ওই নামে ডাকে।

বললাম, সত্যি আপনি এখন পাপমুক্ত তাই দেবীমুক্ত হতে পেরেছেন। বেশ, একটু অপেক্ষা করতে হবে যে। আরেকজন আসবে। দুজনকে এক ঘটনা দুবার বলতে পারব না।

উর্বশী উদ্বিগ্ন, সে কী ? দুজনকে একসঙ্গে খেলতে হবে নাকি ?

বললাম, না। একজনের পরে আরেকজন।

উর্বশীর মুখ গম্ভীর, যদি উনি আমার আগে টাকাটা জিতে নেন ?

বললাম, নেবেন। আপনার জন্যেও একই টাকার পুরস্কার থাকবে।

উর্বশী হাসলেন। সত্যি, আপনার অনেক টাকা তাই না ?

এই সময় বেল বাজল নিচে, আলতো শব্দে বললাম উনি এসে গিয়েছেন।

দরজার বাইরে থেকে গলা পাওয়া যায়, আসতে পারি ?

বললাম, আসুন। সুস্বাগতম। আপনি ঠিক সময়ে এসে গেছেন। এখানে আসতে কোনো অসুবিধে হয় নি তো ?

নীপা একবার উর্বশীকে দেখে নিয়ে, না হয় নি।

বললাম, বসুন। আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে মিসেস—।

নীপা বললেন, আমি এখন আর মিসেস নই। আমি নীপা। হ্যাঁ, আমি খুব টায়ার্ড। শুধু ওই অনাথ আশ্রমের ব্যাপারটার জন্যে এলাম।

বললাম, অনেক ধন্যবাদ। এই খেলায় জিতে গেলে আপনি টাকাটা নিলে আমার কোনো আপত্তি নেই নীপা।

নীপা বললেন, ধন্যবাদ। টাকাটা অনাথ আশ্রমকে দিলেই খুশি হব।

আপনার পছন্দের কোনো অনাথ আশ্রম আছে ?

মাদার টেরেসার নির্মল হৃদয়।

বাঃ খুব ভালো। ও-হো, আজ তো কোর্ট থেকে রায় বেরুবার কথা।

হ্যাঁ। হয়ে গেছে।

মুশকিল। বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে অভিনন্দন জানানো উচিত না দুঃখ প্রকাশ করা দরকার আমি বুঝতে পারছি না।

দুটোর কোনোটাই যদি না করেন তাহলে কি খুব অসুবিধে হবে ?

না, না।

নীপা বললেন, একটা সমস্যা হয়েছে। আমার বিগত স্বামীর সঙ্গে ভদ্র সম্পর্ক রাখার জন্যে আজ আমাদের একটা থিয়েটার দেখার কথা হয়েছিল। আমি এখানে আসছি বলে সেই প্রোগ্রাম বাতিল করেছি। কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা বলে আমি বাধ্য হয়েছি সঙ্গে নিয়ে আসতে।

চমকে উঠলাম, সেকি! কোথায় উনি। কিন্তু— একটা সমস্যা হবে যে!

নীপা বললেন, বলুন।

বললাম, আমার এখানে আসার শর্ত হলো পাপমুক্ত হয়ে আসতে হবে। কিন্তু আপনার বাতিল স্বামীর তো বিপরীত মেরুতে অবস্থান।

নীপা হাসলেন, তা ঠিক। তবে আজ বিকেলে ওকে অন্যরকম লাগল। বলল, ওর মধ্যে কোনো পাপ নেই। কথা বলার ধরনও বদলে গেছে।

একটু ভেবে বললাম, ও। শুনেছি হঠাৎ শক পেলে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে। মামলার রায় কি সেই শকের কাজ করল ?

মাথা নেড়ে নীপা বললেন, এটা শক নয় ওর কাছে, এটুকু জানি।

বললাম, বেশ, আসুন উনি। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন নাকি ? এই যে মশাই—। কী নাম যেন ?

গোপাল ঢোকে হাতজোড় করে। একগাল হেসে বলে, আমি এসে গেছি। আমার নাম গোপাল দাস।

বললাম, বসুন, বসুন, হ্যাঁ, আপনাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। সেই চকরাবকরা শার্ট, গগলস, টুপি খুলে ফেলে ভালোই করেছেন।

গোপাল বলল, ওগুলো ছিল খোলস। একসময় তো খুলতেই হয়।

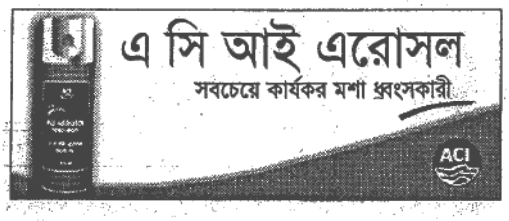

আমারবই.কম

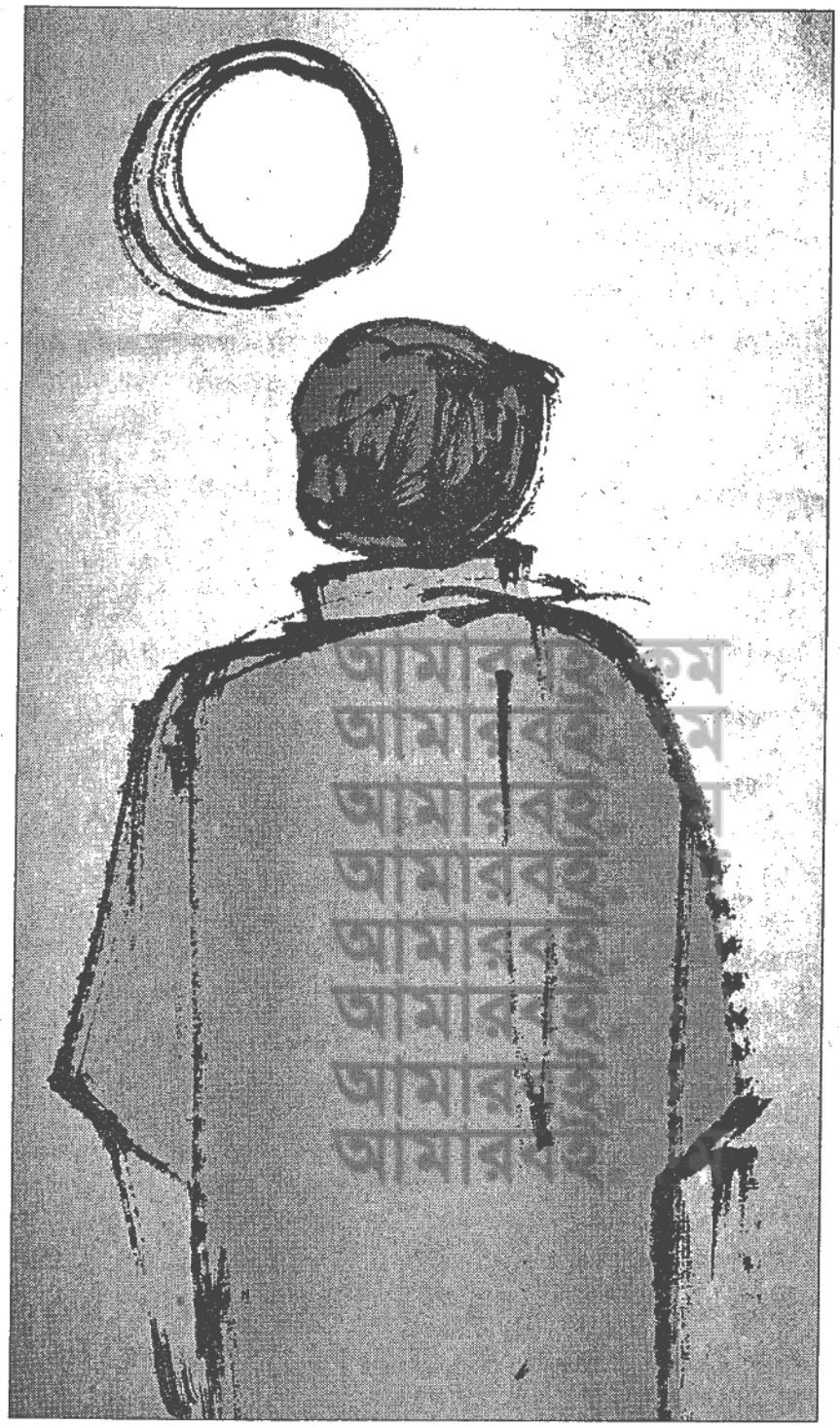

জিজ্ঞাসা করলাম, খোলার পর কেমন লাগছে বলুন ?

গোপাল বলল, কথায় বলে জন্ম আর মৃত্যুর মাঝে কর্ম। সেই কর্মের নানান স্তর। যেমন— বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ। আমি এইসব উপভোগ করছি।

আপনারা তাহলে আর একসঙ্গে থাকছেন না ?

ও আমাকে অত্যন্ত ভদ্রমহিলার মতো দশ দিন সময় দিয়েছে। এর মধ্যে থাকার জায়গা খুঁজে নিতে হবে আমাকে। আচ্ছা, একটা কথা বলব ? আপনার এত বড়ো বাড়ি।

এ বাড়িতে কতজন লোক থাকেন ?

যে লোকটি আপনাদের দরজা খুলে দিয়েছে তাকে দেখেছেন ?

হ্যাঁ। কী ভয়ঙ্কর। এত বড়ো দাঁত! দেখলেই ভয় করে।

হেসে বললাম, ও বাইরের কাউকে এখানে থাকতে দেবে না। এমনি কিছু করবে না, শুধু রাত্রে যখন ঘুমোতে যাবেন তখন সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। ভয়ে আপনার ঘুমই আসবে না।

হাত নাড়ল গোপাল। তা হলে থাক।

বিরক্ত নীপা বললেন, আমরা কিন্তু সময় নষ্ট করছি।

উর্বশীও সায় দিলেন, হ্যাঁ।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, বেশ। এবার শুরু করা যাক সেই খেলা যার নাম লাখপতি হোন। আপনাদের মধ্যে দুজন প্রাথমিক পর্বের খেলায় জিতে বারোশো করে টাকা পেয়েছেন। কিন্তু একজন সেই পর্বের খেলায় সুযোগ পান নি। এই সেমিফাইনাল পর্বে তাকে আমি সুযোগ দিতে পারি, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।

উর্বশী বললেন, গোপালবাবু তো বারোশো টাকা পাচ্ছেন না, তাই সুযোগ দিতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারও কি একমত নীপা ?

নীপা কাঁধ নাচালেন, কোনো মন্তব্য করলেন না।

আমি বললাম, তাহলে গোপালবাবু, আপনি সুযোগ পাচ্ছেন। আমার এখানে একটা কয়েনের বাক্স আছে। পৃথিবীর নানান দেশের কয়েন এর মধ্যে আছে। যেগুলোতে ইংরেজি ভাষা নেই সেগুলোর যে কোনো একটা তুলে বলতে হবে কয়েনটা কোন্ দেশের ?

উর্বশী বললেন, কিন্তু আমি তো ইংরেজি ছাড়া বিদেশী ভাষা পড়তে পারি না।

গোপাল বলল, আমিও না।

নীপা বললেন, আন্দাজেও বলতে পারব না।

বললাম, বুঝলাম। তাহলে খেলাটা বদলে দিচ্ছি। সেমিফাইনালের এই খেলায় সফল হলে আপনারা প্রত্যেকে পঁচিশ হাজার করে টাকা পাবেন। প্রথমে নীপা। আপনি উঠে আসুন। এই চেয়ারে বসুন।

ফর দ্য রেকর্ড কিছু প্রশ্ন করব। আপনার নাম ?

নীপা চ্যাটার্জি।

বিবাহিতা না অবিবাহিতা ?

ডিভোর্সি।

বললাম, বেশ। নীপা, আপনি এখন পঁচিশ হাজার টাকার খেলায় যোগ দিচ্ছেন। আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন করব। তার উত্তর দেয়ার জন্যে আপনি তিনটি ক্লু

পাবেন। সঠিক উত্তর জানা না থাকলে আপনি একটি উত্তর মুছে ফেলতে বলতে পারেন। তাতেও না পারলে ফোনে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। রায় মেনে নিয়ে উত্তর দিলে এবং সেই উত্তর ভুল হলে আপনাকে এখান থেকেই বিদায় নিতে হবে। নিয়মটা বুঝতে পেরেছেন ?

নীপা বললেন, হ্যাঁ।

প্রশ্ন করলাম, শার্লক হোমসের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। খবর এল একজন খুন হয়েছেন। কিন্তু হোমসের সেদিন বেশ জ্বর। তাই তাঁর সহকারী ওয়াটসনকে পাঠালেন ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসতে। সেদিন লর্ডসে একটা ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাওয়ার কথা ওয়াটসনের। তিনি তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে ফোন করে সব জেনে খেলা দেখতে গেলেন। বিকেলে ফিরে এসে হোমস জানতে চাইলেন কী কী দেখেছেন ওয়াটসন। ওয়াটসন বললেন, ভদ্রলোক বৃদ্ধ। খাটে উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন। তার পিঠে গুলি লেগেছে। পাশের টেবিলে আধ কাপ কফি ঠান্ডা হয়ে পড়ে আছে। মাথার কাছে একটা বই খোলা, যার একশো একুশ আর একশো বাইশ পাতার মধ্যে কলম গোঁজা ছিল। বিবরণ শুনে হোমস বললেন, না ওয়াটসন, তুমি অকুস্থলে যাও নি। এখন নীপা দেবী আপনাক বলতে হবে, কেন হোমস একথা বলেছেন। আপনার উত্তর দেয়ার সময় এখনই আরম্ভ হচ্ছে। তিনটি ক্লু আপনাকে দিচ্ছি—।

নীপা হাত তুললেন, তার দরকার হবে না।

বাঃ। সাবাস। উত্তরটা শোনা যাক।

নীপা বললেন, কোনো বইয়ের পাতার একশো একুশ আর একশো বাইশের মধ্যে কলম গোঁজা যায় না ওটা হয় একশো কুড়ি-একুশ অথবা একশো বাইশ-তেইশ হবে। সাধারণত বইয়ের পাতার জোড় সংখ্যা বাঁ দিকে আর বিজোড় সংখ্যা ডানদিকে থাকে। শার্লক হোমস এই ভুল তথ্য থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন।

খুশি হলাম, অভিনন্দন। চমৎকার। একেবারে সঠিক উত্তর। নীপা দেবী, সঠিক উত্তর দেয়ার জন্যে আপনি পঁচিশ হাজার টাকা পেলেন। এই টাকা আপনি নির্মল হৃদয়, মাদার টেরেসার আশ্রমে দান করবেন বলেছেন। এখন টাকা নিয়ে তাদের দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে না।

নীপা বললেন, আমি ফাইনালে যেতে চাই।

বেশ। ফাইনালে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে এক লক্ষ টাকা। কিন্তু ফাইনালে আপনি অকৃতকার্য হলে এই পঁচিশ হাজার টাকা পাবেন না। আপনি রাজি ?

নীপা বললেন, হ্যাঁ, রাজি।

বললাম, বেশ। আপনি ওই আপনার চেয়ারে গিয়ে বসুন।

নীপা চলে গেলে গোপালকে ডাকলাম। গোপালবাবু, চলে আসুন। গোপাল এসে চেয়ারে বসল। আপনার নাম ? গোপাল দাস। বিবাহিত না অবিবাহিত ?

বিবাহ ক্ষয়িত।

বিবাহ ক্ষয়িত ? মানে বিয়ে ক্ষয়ে গিয়েছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বললাম, আপনার বাংলা জ্ঞান দেখছি প্রবল। হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই এই খেলার নিয়ম শুনেছেন ?

গোপাল বলল, হ্যাঁ।

বেশ। আপনাকে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা হলো এই স্বর্গ আর নরকের মধ্যে একটা পাঁচিল ঈশ্বর তৈরি করেছেন, যাতে নরকের লোক স্বর্গে ঢুকতে না পারে। একদিন তিনি দেখলেন পাঁচিল ভাঙা। তখনই নরকের কর্তা শয়তানকে ডেকে ধমকালেন। বললেন, আর যেন পাঁচিল না ভাঙে। আজ আমি তৈরি করে দিচ্ছি, এরপর ভাঙলে তুমি সারাবে। পরের দিন ঈশ্বর গিয়ে দেখেন তাঁর সারানো পাঁচিল আবার ভাঙা হয়েছে। রেগে গিয়ে তিনি শয়তানক ডেকে বললেন, তুমি আমার কথা শুনছ না। তোমার বিরুদ্ধে আমি মামলা করব। তাই শুনে শয়তান বলল, করুন না মামলা, দেখব কে জেতে। প্রশ্ন হলো, কোন সাহসে শয়তান ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল ? ক্লু চান ?

গোপাল বলল, হ্যাঁ।

বললাম, এক, শয়তানের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দুই, মামলা হলে কোর্ট স্বর্গে বসবে এবং সেখানে শয়তানের যেহেতু প্রবেশ নিষেধ তাই মামলার শুনানি হবে না বলে শয়তানের নিশ্চিত ছিল। তিন, শয়তানের হাতে নামকরা উকিল ছিল।

গোপাল বলল, একটা মুছে দিন প্লিজ।

বললাম, প্রথমটা, শয়তানের মাথা খারাপ হয়েছিল অফ করে দেয়া হলো। এখন রইল দুটো ক্লু।

গোপাল বলল, না, বুঝে গিয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী বুঝেছেন বলুন ?

গোপাল বলল, মামলা হলে ঈশ্বর কী করে লড়বেন ? সব উকিলরা তো মরে গিয়ে নরকে যায়, ওরা এত মিথ্যে বলে যে স্বর্গে জায়গা হয় না। তাই মামলা হলে শয়তান জিতে যাবেই।

উত্তরটা ফাইনাল ? আরেকবার ভেবে বলুন।

গোপাল বলল, কেন ? ভুল বললাম ?

সেটা আপনি ঠিক করুন।

গোপাল বলল, ঠিক বলেছি।

তাহলে লক করে দিচ্ছি ?

হ্যাঁ।

বললাম, আহ, আমি আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে গেছেন। অভিনন্দন! অভিনন্দন! আপনি ইচ্ছে করলে টাকাটা নিয়ে যেতে পারেন।

গোপাল হাসল, না। আমি ফাইনালে লড়ব। আমার লাখ টাকার দরকার।

বললাম, বেশ। তাহলে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

উর্বশী দেবী, সরি, উবু—। উর্বশী আসেন গোপাল ফিরে গেল তার চেয়ারে।

জিজ্ঞাসা করি, আপনার নাম ?

উর্বশী কর।

বিবাহিতা না অবিবাহিতা ?

উনি মরে গেছেন বলে খবর পাই নি যখন তখন বিবাহিতা।

গুড, আপনি সব নিয়ম জেনে গেছেন ?

হ্যাঁ।

বেশ। এবার প্রশ্ন, মেয়েরা কীসে বেশি দুঃখ পায় ?

কীসে ?

তিনটি ক্লু দিচ্ছি। এক, সতীনের সঙ্গে থাকতে, দুই ভালোবাসা না পেলে, তিন কাউকে ভালোবাসলে। নিন, উত্তর দিন। আপনার সময় এখন শুরু হলো।

উর্বশী বললেন, একটা অফ করে দেবেন ?

বেশ। এখন সতিন থাকলে পুলিশ ধরবে তাই ওটা অফ করে দিলাম।

উর্বশী বললেন, ভালোবাসা না জেলে নাকি কাউকে ভালোবাসলে ?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ! দুটোর একটা—তাড়াতাড়ি।

উর্বশী বললেন, মেয়েরা ভালোবেসেই দুঃখ পায়।

বললাম, লক করে দেব উত্তর ?

উর্বশী চোখ বন্ধ করে। উত্তেজনায় বলে, হ্যাঁ।

বললাম, উর্বশী।

উর্বশী বললেন, না উবু।

বললাম, আপনি কি পঁচিশ হাজার নিয়ে বাড়ি চলে যাবেন ? আপনি জিতেছেন!

উর্বশী বললেন, আমি জিতেছি, ওঃ

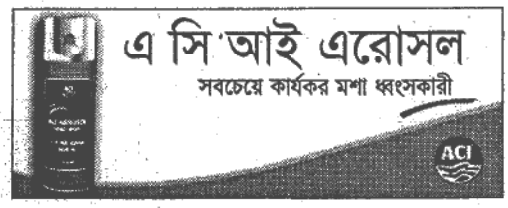

ভগবান। জানেন, আমার পাপ নিয়ে লোকটার মুখ কালো বীভৎস হয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করি, কার ?

তার। আমার ভগবানের।

আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলছেন ? আপনি কি ফাইনালে বসতে চান ? যদি ঠিক উত্তর না দিতে পারেন তাহলে এই পঁচিশ হাজার হাতছাড়া হয়ে যাবে। ভেবে বলুন।

আমার এক লাখ টাকা দরকার। মায়ের চিকিৎসা, ভাইয়ের পানের দোকান আর হিমালয়ে স্বামীকে খুঁজতে যাওয়া–। দয়া করে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসুন।

উর্বশী উঠে পেছনে চলে যান। বললাম, ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা। লাখপতি হবেন খেলার শেষ পর্বে আপনারা চলে এসেছেন। এখন ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারলেই লাখ টাকা। প্রশ্ন শুরু করার আগে আমি আপনাদের অনুরোধ করব উঠে দাঁড়াতে।

তিনজন উঠে দাঁড়াল।

বললাম, এবার লক্ষ করুন। আমি ওই বাক্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কাছাকাছি যাওয়ামাত্র বাক্সের ভিতর থেকে পাশবিক চিৎকার বেরিয়ে আসে। দ্রুত সরে এসে টেবিলের পাশে চেয়ারে বললাম আমি, জিজ্ঞাসা করলাম, আওয়াজটা শুনলেন ?

নীপা বললেন, হ্যাঁ।

বললাম, নীপা, এখানে এসে বসুন প্লিজ। নীপা এগিয়ে এসে বসলেন। বললাম, আপনাকে বলতে হবে ওটা কার চিৎকার। এর জন্যে আপনি দশবার সুযোগ পাবেন। বলুন।

নীপা বললেন, আমার মনে হলো, কুকুরের।

এক, কুকুর। সরি, না।

হনুমান।

দুই, হনুমান। সরি না।

বাঘের বাচ্চা ?

তিন, বাঘের বাচ্চা, না।

নেকড়ে ?

চার, নেকড়ে। সরি নো।

কোনো পাখি ?

পাঁচ, পাখি না।

আমার মাথায় কিছু আসছে না।

নীপা। আপনার হাতে এখনও পাঁচটা উত্তর দেয়ার সুযোগ আছে। সুযোগ নষ্ট করবেন না, প্লিজ।

ওরকম বীভৎস গলার আওয়াজ, নখের আঁচড়ানোর শব্দ শুধু পশুরই হয়। অথচ আমি যা ভাবছি তার সঙ্গে মিলছে না। আমি কী করব ?

সরি আপনি যেতে পারেন। নীপা ফিরে যায় চেয়ারে। আমি ডাকলাম, গোপালবাবু ?

গোপাল বলল, না। আমিও পারব না। উনি যা বলেছেন তার বেশি পারব না। সরি।

বললাম, উর্বশী ?

উর্বশী বললেন, না। আমিও পারছি না।

বললাম, তার মানে আপনারা তিনজনেই অকৃতকার্য হলেন। তা হলে আমার কিছু করার নেই। আপনারা যেতে পারেন।

নীপা উঠে দাঁড়ায়, বাংলা ভাষায় ঠকানো বলে একটা কথা আছে। আপনি তা-ই করলেন, সেমিফাইনালে আপনি আমাদের ক্লু দিয়েছিলেন। অথচ এখন কোনো ক্লু নেই, এটা ঠিক ফেয়ার নয়।

বললাম, আমার পক্ষে কোনো ক্লু দেয়া সম্ভব নয় নীপা।

নীপা বললেন, তাহলে এমন প্রশ্ন করবেন না।

বললাম, বেশ। আমি এই প্রশ্ন উইথড্র করছি। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। জানেন যার গর্জন শুনলেন সে আমার ছেলে।

উর্বশী বললেন, কী বলছেন ? আপনার ছেলে!

বললাম, তা-ই। হ্যাঁ। ওই বাক্সের মধ্যে যে রয়েছে সে আমার সন্তান। আপনারা এই বাড়িতে এসে দেখেছেন একটি অদ্ভুত দর্শন লোক দরজা খুলেছিল। সে আপনাদের এই দোতলার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত আমাকে নিয়ে মাত্র দুজন মানুষকে আপনারা এই বাড়িতে দেখেছেন। ওই টেবিলের উপর যে ছবিটি রয়েছে সেটি একজন মহিলার। গোপালবাবু, ওই ছবির মহিলাকে কি আপনার সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে ?

গোপাল জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ, কিন্তু, ওর ঠোঁটের উপরটা কাপড়ে ঢাকা কেন ?

বললাম, ঈশ্বর ওকে প্রচুর সৌন্দর্য দেয়ার পর রসিকতা করেছিলেন। ওর দাঁতগুলো আচমকা লম্বা করে দিয়েছিলেন। ওই দাঁতের ব্যাপারে ওর এত সংকোচ ছিল যে বেচারি সবসময় সাদা কাপড়ের ফালি দিয়ে ঠোঁট ঢেকে রাখত।

নীপা জিজ্ঞাসা করলেন, উনি কোথায় ?

বললাম, নেই। আমাদের একমাত্র সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে সে চলে গেছে ঈশ্বরের কাছে। ঘটনাটা ঘটেছিল চার বছর আগে।

উর্বশী বিরক্ত, কিন্তু আপনার সন্তানকে ওই বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন কেন ?

বললাম, জন্মাবার পর ওকে দেখে চিকিৎসকরা ভেবেছিলেন বেশিক্ষণ বাঁচবে না।

নীপা বললেন, খুব রুগ্ন হয়ে জন্মেছিল ?

বললাম, না। ঠিক তার উল্টো। ওর ওজন ছিল এগারো পাউন্ড। সমস্ত শরীর জুড়ে বড়ো বড়ো লোম, দাঁতগুলো বীভৎস, কান বিশাল। মানুষ না বলে পশু বলাই বোধহয় সঙ্গত। তিনদিন পরেও দেখা গেল যে মারা যাচ্ছে না। নার্সিংহোমে বলল ওকে নিয়ে আসতে। ডাক্তার বললেন, যদি ও বেঁচেও থাকে তাহলে কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, হামাগুড়ি দেবে। আমি চেয়েছিলাম ও মারা যাক। কিন্তু চাইলেই তো সব সয় না।

নীপা অবাক, ও বেঁচে থাকল ?

বললাম, হ্যাঁ। আমার শ্যালক, যাকে নিচে দেখেছেন, সে-ই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওকে বাইরে রাখা যায় না, কারণ অত্যন্ত রাগী। একমাত্র আমার শ্যালককে সে পছন্দ করে কারণ তার কাছ থেকে খাবার পায়। ওর মলমূত্র শ্যালকই পরিষ্কার করে। ওই বাক্সে ও দিব্যি থাকে। ফুটোগুলো করা হয়েছে যাতে ওর অক্সিজেনের সমস্যা না হয়।

নীপা বললেন, আপনি ওকে কবে শেষবার দেখেছেন ?

মাথা নাড়লাম, মনে পড়ে না। আমি ও বীভৎস চেহারা দেখতে চাই না। আমার এই না-চাওয়া সন্তানই হলো আজকের লাখপতি হন খেলার শেষ খেলা। আমি আপনাদের জানিয়েছিলাম, আজকের খেলায় অংশ নিতে হলে আপনাদের নিষ্পাপ হতে হবে। নিষ্পাপ না হলে ও আপনাদের খেলতে দেবে না। নিজেদের উপর আপনাদের আস্থা আছে ?

গোপাল বলল, আছে। কিন্তু খেলাটা কী ধরনের ?

বললাম, আমার শ্যালক নিষ্পাপ। তাই সে কাছে গেলে ও কিছু বলে না। বোধহয় আমি নিষ্পাপ নই, তাই আমি কাছে গেলে গর্জন করে ওঠে। আমি ওর বাবা, কিন্তু আমাকে ও তোয়াক্কাই করে না। আপনারা যদি নিষ্পাপ হন তাহলে ওর কাছে গেলেও কিছু বলবে না। বাক্সের কাছে গেলে আমি আপনাদের এক এক করে প্রশ্ন করব। প্রথমে উর্বশী।

উর্বশী আপত্তি করে, প্রথমেই আমি ?

বললাম, হ্যাঁ।

উর্বশী উঠে দাঁড়ালেন এক পা এগোলেন।

বললাম, লাখপতি হন খেলার শেষ পর্বে উপস্থিত হয়েছেন উর্বশী। উনি বলেছেন এই একলক্ষ টাকা পেলে তার কিছুটা খরচ করবেন মায়ের চিকিৎসার

জন্যে, ভাইকে পানের দোকান করে দেয়ার জন্যে আর বাকিটা নিয়ে হিমালয়ে যাবেন বারো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া স্বামীকে খুঁজতে। উর্বশী, তাই তো ?

উর্বশী মাথা নাড়েন হ্যাঁ। গোপাল হাঁ হয়ে যায়।

বললাম, উর্বশী, এবার আপনি ধীরে ধীরে ওই বাক্সটার কাছে চলে যান। যদি কোনো চিৎকার ভেসে আসে তাহলে দাঁড়িয়ে যাবেন।

উর্বশী জিজ্ঞাসা করেন। যাব ?

বললাম, হ্যাঁ, খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে।

উর্বশী অন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বাক্সটার পাশে পৌঁছে যান তিনি।

আমি হাততালি দিলাম, অভিনন্দন উর্বশী। আপনি এখন সত্যি নিষ্পাপ। সেই জন্যে ও একটুও প্রতিবাদ জানাল না। মনে হচ্ছে লাখ টাকা আপনার ভাগ্যেই রয়েছে। এবার প্রশ্ন। বাক্সের মধ্যে যে আছে তার মাথার সাইজ কী রকম ? আবার বলছি, বাক্সের মধ্যে যে আছে তার মাথার সাইজ কীরকম ?

উর্বশী বললেন, পশুদের মতো।

বললাম, এটা উত্তর নয়। সিংহের মুখ যেমন দেখতে শেয়ালের মুখ তেমন নয়। আবার শেয়ালের মুখের সঙ্গে কুমিরের মুখের কোনো মিল নেই।

উর্বশী হতভম্ব, তাহলে ? প্লিজ, আমাকে ক্লু দিন।

আমি বললাম, বেশ একটু আগে নীপা অভিযোগ করেছিলেন ব্যাপারটা জামাই ঠকানো হয়ে যাচ্ছে। সেমিফাইনাল পর্যন্ত যদি ক্লু থাকে তাহলে ফাইনালেও থাকবে না কেন ? বেশ ক্লু দিচ্ছি। ওর মুখ, এক, লম্বাটে, দুই, চৌকো, তিন, আয়তক্ষেত্র, চার ছুঁচোলো।

উর্বশী ভাবতে লাগলেন। মাথা নাড়লেন।

আমার শ্যালকের কাছে শুনেছি, লম্বায় সাড়ে তিনফুট, ওজন কুড়ি কেজি, রক্তমাখা কাঁচা মাংস খতে খুব ভালোবাসে। যারা মাংস খায় সেইসব প্রাণীদের মুখ মনে করুন উর্বশী। আপনার সামনে অপশন আছে। দুটো নাম মুছে দিতে পারি।

উর্বশী বললেন, দুটো নাম মুছে দিন।

আমি বললাম, বেশ। উর্বশীর ইচ্ছা অনুযায়ী আমি দুই এবং তিন নম্বর অর্থাৎ চৌকো এবং আয়তক্ষেত্র মুছে দিলাম। এখন থাকল এক লম্বাটে, চার ছুঁচলো। একটা সঠিক উত্তর আপনাকে এক লক্ষ টাকার মালিকানা দিতে পারে। আসুন, বলুন, এক না চার ?

উর্বশী বললেন, যে-কোনো একটা ঠিক আর ঠিকটা বললেই লাখ টাকা—।

বললাম, এবার বলুন।

উর্বশী বললেন, ওই গর্ত দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর মাথা স্পর্শ করে কি আমি উত্তরটা দিতে পারি ?

বললাম, সেটা কি ঠিক হবে ? ও যদি রেগে যায় ?

উর্বশী বললেন, না, না রাগবে কেন ? এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, রাগলে এতক্ষণে জানিয়ে দিত।

আমি বললাম, তাহলে আপনি বলছেন, ওই গর্ত দিয়ে হাত ঢোকালে ও আপনাকে কিছু বলবে না আর আপনি ওর মুখে হাত বুলিয়ে মুখের আকৃতি বলে দেবেন।

উর্বশী মাথা নাড়েন। হ্যাঁ।

বললাম, বেশ তা-ই হোক। উর্বশী হাত ঢোকালেন, হেসে বললেন, দেখুন, ও রাগ করছে না। কোনো গর্জন শোনা যাচ্ছে না। ওর মুখটা বোধহয়, হ্যাঁ, পেয়েছি। ওঃ মাগো! উর্বশী যেন বিদ্যুতের শক খেয়েছে এইভাবে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। ভিতর থেকে চিৎকার, গর্জন ভেসে এল। উর্বশীকে কোনোমতে চেয়ারের কাছে নিয়ে আসার পর চিৎকার থামল।

চেঁচিয়ে বললাম, নীপা, ওই লাল গ্লাসে জল আছে, একটু তাড়াতাড়ি— প্লিজ। নীপা দ্রুত উঠে জল এনে উর্বশীর মুখে ছড়ালেন।

ডাকলাম, উর্বশী। উর্বশী।

গোপাল বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি দেখছি।

গোপাল উর্বশীকে ধরে তুলল, উর্বশী, চোখ মেলুন। আই অ্যাম গোপাল দাস।

উর্বশী চোখ মেলে তাকাল, ওমা! ওঃ! আমি-আমি—!

নীপা জানতে চাইলেন, কী হয়েছিল আপনার ?

উর্বশী বললেন, মুখে হাত দিতে গিয়ে দাঁতে হাত পড়েছিল।

গোপাল বলল, কামড়েছে ?

উর্বশী মাথা নাড়েন, না। দাঁতে হাত লাগতেই মনে হলো ইলেকট্রিক শক খেলাম।

বললাম, আপনি ভাগ্যবতী, শক খেয়ে ছিটকে পড়েছিলেন বলে আপনার শরীর থেকে রক্ত বের হয় নি। যাক, এই খেলায় যোগ দেয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। নিজের ওপর বেশি আস্থা থাকায় আপনি হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, আমি আপনাকে সতর্ক করেছিলাম, শোনেন নি। আমি খুবই দুঃখী ভাগ্য আপনাকে সাহায্য করল না বলে, হ্যাঁ, মুখের আকৃতি লম্বাটে।

উর্বশী কেঁদে উঠলেন, দু-হাতে মুখ ঢাকলেন।

বললাম, এবার গোপালবাবু, শ্রীযুক্ত গোপাল দাস। প্রথমে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি নিষ্পাপ। দয়া করে বাক্সের কাছে যান। লাখপতি হওয়ার জন্যে পা ফেলুন।

গোপাল পা বাড়াল। কাছাকাছি আসতেই আলতো গর্জন হয়েই থেমে গেল। গোপাল আমার দিকে তাকাল।

পুরোপুরি নিষ্পাপ আপনি নন। একটু ছিঁটে ফোঁটা পাপ এখনো লেগে আছে। সেই জন্যেই বোধহয় উর্বশীর কানে বলে ফেললেন, আই অ্যাম গোপাল দাস।

গোপাল বলল, না—মানে—।

বললাম, ঠিক আছে। যেহেতু ও শেষ পর্যন্ত আর চিৎকার করে নি, মেনে নিয়েছে, তাই আপনি লাখপতি হওয়ার ফাইনাল খেলায় অংশ নিতে পারেন। এক লাখ টাকা পাবার জন্যে যে প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে তা হলো এই— এই বাক্সবন্দি চার বছরের প্রাণীটির লোমের রং কীরকম ?

গোপাল বলল, আমি তো ওকে দেখি নি।

বললাম, আপনাকে অনুমান করতে হবে। ও রক্তমাংসাশী, মানুষের মতো হলেও প্রায় পশু। লম্বা দাঁত আছে। লোমের রং কী হতে পারে ?

গোপাল বলল, আমাকে চারটে ক্লু দেবেন না ?

বললাম, নিশ্চয়ই। সাদা, কালো, বাদামি এবং নীল।

গোপাল বলল, রক্তমাংস খায় ? বাঘের লোমের রং যেন কীরকম ? ওহো সাদা বাঘও তো আছে। কালো বাঘ আছে কিনা জানি না। সিংহ সাদা কালো হয় না। শেয়ালের রং একবারই নীল হয়েছিল। ঠিক আছে। আমি এখন অপশনের সাহায্য নিতে চাই।

বললাম, বেশ আমি এক নাম্বার অর্থাৎ সাদা আর চার নাম্বার মানে নীল মুছে দিচ্ছি। থাকল দুই এবং তিন নাম্বার। কালো এবং বাদামি। এর যে-কোনো একটা সঠিক উত্তর। দিলেই আপনি এক লক্ষ টাকা পেয়ে যাবেন।

গোপাল বলল, কিছু মনে করবেন না আমি সঠিক বললেও তো আপনি সেটা বেঠিক বলতে পারেন। আমি তো আর ওকে দেখতে পাচ্ছি না।

আমি একটা কাগজে কিছু লিখে নিয়ে বললাম, এর মধ্যে সঠিক উত্তরটা আছে, মিলিয়ে নেবেন। কালো না বাদামি ?

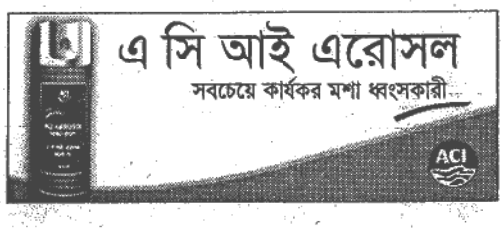

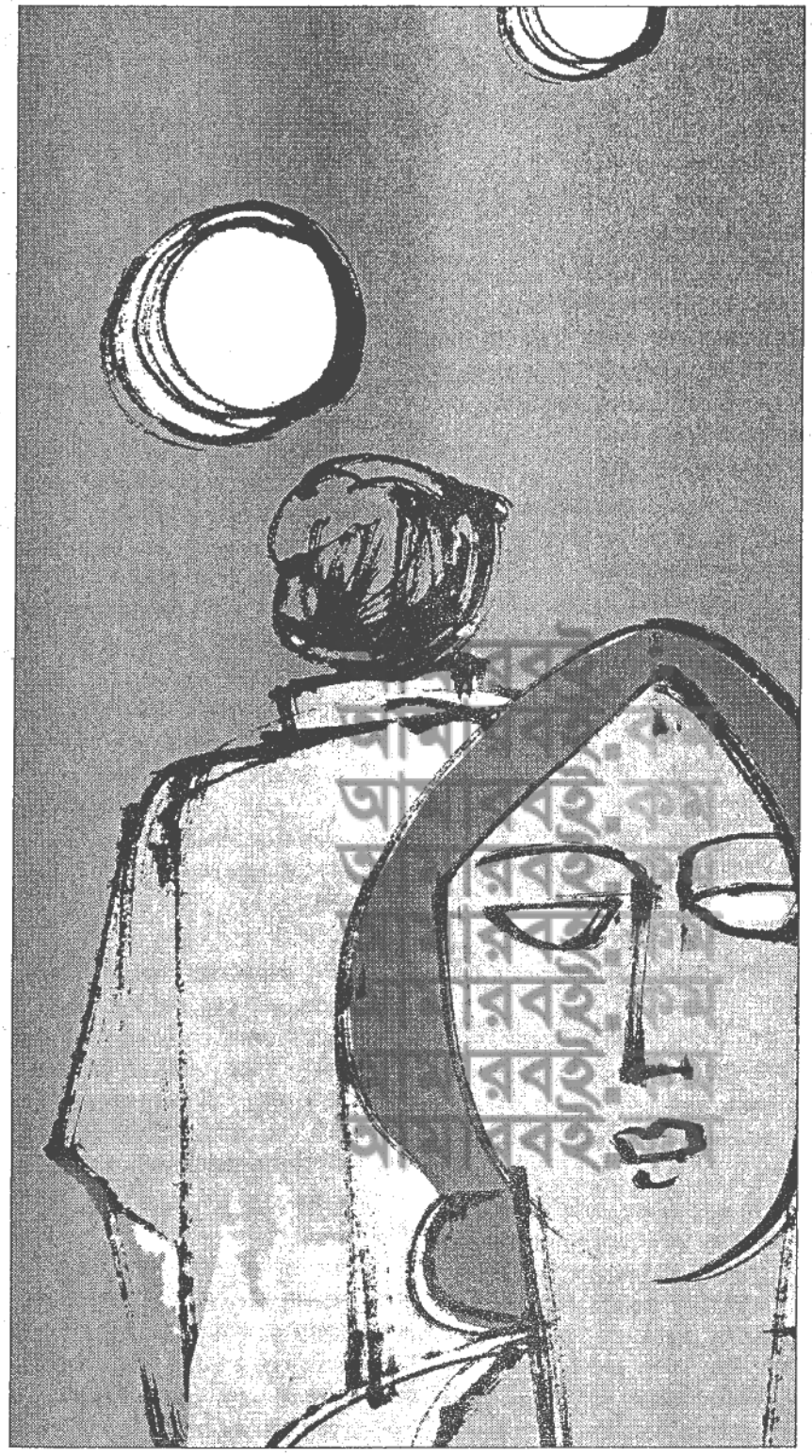

গোপাল বলল, আমি, আমি যদি হাত ঢুকিয়ে ওর একটা লোম তুলে আনতে পারতাম। একটা লোম তুললেই এক লক্ষ টাকা।

বললাম, বেশ। আপনি সেই চেষ্টা করতে পারেন।

গোপাল বলল, কিন্তু হাত ঢোকালেই তো ইলেকট্রিক শক খেতে হবে।

হাসলাম, শক খেলে সাময়িক কষ্ট, দেখুন, উর্বশী এখন অনেকটা সুস্থ। শক খাওয়ার মুহূর্তে যদি লোমটা হাতে উঠে আসে—।

গোপাল বলল, ঠিক ঠিক। একটু না হয় অজ্ঞান হব। তার বেশি তো কিছু না। কিন্তু লাখ টাকা তো পাওয়া যাবে।

বললাম, আপনাকে আমার সতর্ক করা উচিত। বেশিক্ষণ ভিতরে হাত রাখবেন না। ও রক্ত খেতে খুব ভালোবাসে। অবশ্য এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, আপনার ক্ষেত্রে না-ও হতে পারে।

গোপাল জিজ্ঞাসা করল, কীরকম ?

বললাম, বাক্সের মধ্যে যে আছে সে আমার সন্তান। বীভৎস প্রাণী হলেও সন্তান তো। মাঝে মাঝে আমার খুব ইচ্ছে করে ওই গর্ত দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওকে আদর করি, ওর মাথায় হাত রাখি।

গোপাল বলল, তাই ?

বললাম, হ্যাঁ। বাঁ হাতের শার্টের হাতার বোতাম খুললাম। হাতে বীভৎস দাগ ভর্তি। আমার হাত পেলেই সে কামড়ে ধরে রক্ত চুষতে থাকে। আমি ছাড়াতে চাইলেও পারি না। মাংস উঠে যায়। এর মধ্যে ইনজেকশন নিতে হয়েছে আমাকে। হয়তো আমি নিষ্পাপ নই বলে ও আমার রক্ত খায়। কারণ আমার শ্যালককে ও একটুও আঘাত করে নি। আপনি নিষ্পাপ। হয়তো আপনাকে কিছু বলবে না।

গোপাল মাথা নাড়ে, বলবে না ? ছেড়ে দেবে ? অসম্ভব। ও নিশ্চয়ই আবার রক্ত খাবে, মাংস ছিঁড়ে নেবে। ওঃ কী ভয়ঙ্কর। আমি হয়তো ওর লোম ধরতেই পারব না।

বললাম, বেশ। তাহলে আপনার খেলাটা একটু ঘুরিয়ে দেয়া যাক। ওর লোমের রং বাদামি।

গোপাল বলল, বাদামি। ইস আমি তা-ই ভেবেছিলাম।

বললাম, আপনি বলছেন ভিতরে হাত ঢোকালেই ও আপনার রক্ত মাংস খাবে। আপনি আহত হবেন। তাই তো ?

গর্জন শুরু হয় বাক্সের ভেতরে।

গোপাল বলল, ওই দেখুন, আচমকা গর্জন করছে। খাবেই খাবে।

বললাম, বেশ, আপনার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে আপনি এক লাখ টাকার পুরস্কার

পাবেন।

গোপাল বলল, তার মানে আমাকে রক্তাক্ত করলে এক লাখ পাব?

বললাম, হ্যাঁ। ধরে নিন আপনার সঠিক অনুমানের পুরস্কার।

গোপাল বলল, ওরে বাব্বা। আপনার হাতটা আরেকবার দেখি। সর্বনাশ। যাক গে। একমাস হাসপাতালে থাকতে হবে হয়তো। শুধু হাতের উপর দিয়ে যাবে। বেরিয়ে এসে মেরে ফেলতে পারবে না তো। আমি রাজি।

বললাম, তাহলে শুরু করুন।

ভয়ঙ্কর শব্দ হচ্ছে। চোখ বন্ধ করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গোপাল হাত ঢোকাল একটু একটু করে। তারপর চোখ খুলল। চোখ বড়ো হলো, কই! কামড়াচ্ছে না কেন? এই যা, গর্জন থেমে গিয়েছে। ও কি আমাকে ভয় পেল। অ্যাই জন্তু, আয়, আমাকে কামড়া, কামড়া, কামড়া বলছি। আঃ, কামড়াচ্ছে না কেন? কামড়া আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে দে। তবু কামড়াচ্ছে না। কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়ল সে।

বললাম, শ্রীযুক্ত গোপাল দাস। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার অনুমান ভুল হওয়ায় আপনি লাখপতি হন খেলায় হেরে গেলেন।

গোপাল বলল, আমি টাকা পাব না?

বললাম, না।

উর্বশী উঠে দাঁড়ায়, বলে, আমি কি যেতে পারি?

বললাম, স্বচ্ছন্দে।

উর্বশী এগোচ্ছিল, গোপাল ডাকল দাঁড়াও উর্বশী। আমিও যাব। আমিও সর্বহারা। উর্বশী বেরিয়ে যায়। পিছনে গোপাল।

বললাম, নীপা। এবার আপনি।

নীপা বললেন, এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে মানুষের মুখ দেখছিলাম।

বললাম, হ্যাঁ। লাখপতি হন খেলায় আপনিও ফাইনালে। জিতলেই এক লাখ টাকা পাবেন। টাকাটা আপনি খরচ করবেন অনাথ শিশুদের জন্যে।

নিজের জন্যে নয়।

দরা করে বাক্সের কাছে যান।

নীপা এগিয়ে যায় বাক্সের পাশে।

বললাম, বাঃ। ও প্রতিবাদ করল না। তার মানে আপনিও পাপমুক্ত।

নীপা বললেন, জানি না। কারণ পাপ কী তা-ই আমার অজানা।

বললাম, ভালো।

নীপা বললেন, প্রশ্ন করুন।

বললাম, আপনাকে প্রশ্ন, বাক্সের মধ্যে যে প্রাণী রয়েছে তার চিৎকারের, গর্জনের সঙ্গে কোন প্রাণীর মিল আছে?

নীপা জিজ্ঞাসা করলেন, ক্লু?

বললাম, বাঘ, সিংহ, হায়েনা, আদিম মানুষ।

আদিম মানুষ কেন?

সৃষ্টির শুরুতে যখন মানুষ কথা বলত না তখন ধ্বনিই সম্বল ছিল।

ও। দুটো বাদ দেয়া যাবে?

নিশ্চয়ই। বাঘ, সিংহ সরিয়ে নিলাম। এখন থাকল হায়েনা আর আদিম মানুষ। আপনি সঠিক বললেই এক লাখ টাকা পেয়ে যাবেন।

নীপা বললেন, হায়েনার গর্জনের সঙ্গে ওর গর্জনের মিল আছে।

বললাম, আপনি নিশ্চিত?

নীপা বললেন, হ্যাঁ। আপনার সন্তান জন্মাবার পর যে অবস্থায় আছে তার সঙ্গে আদিম মানুষের বড়ো মিল। স্বভাবতই মনে আসবে গর্জনটা আদিম মানুষের। এত সহজ উত্তর নিশ্চয়ই আপনি যুগিয়ে দেবেন না। তাই অন্য উত্তরটিই সঠিক উত্তর।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমি আপনার উত্তর লক করে দিতে পারি?

নীপা বললেন, অবশ্যই। আমার আর কোনো পছন্দ নেই।

বললাম, নীপা। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনি লাখপতি হয়েছেন। অভিনন্দন।

নীপা বললেন, ধন্যবাদ।

বললাম, আপনি ইচ্ছে করলে ক্যাশ রেডি আছে।

নীপা বললেন, একটাই জিজ্ঞাসা আছে আপনার কাছে।

বললাম, বলুন।

নীপা বললেন, এই খেলা খেলে আপনার কী লাভ?

আমি খুলে বললাম, আমি আনন্দ পাই। মানুষের অনেক মুখ। তার মধ্যে লোভের মুখটা বড়ো কুৎসিত। এই এক লাখ টাকা পাওয়ার জন্যে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে যখন তখন আমি সেই মুখটাকে দেখতে পাই। আমি বলেছিলাম নিষ্পাপ হয়ে আসতে হবে। দেখুন টাকার লোভে ওরা নিজেদের পাপ অন্যের উপর চাপিয়ে এসেছে। বারো বছর যে স্বামীর খোঁজ নেয় নি টাকা পেলে সে তার খোঁজে যাবে। জন্তুটা কামড়ায় নি বলে যে কান্নাকাটি করল তাকে কি আমি এই খেলা না খেললে দেখতে পেতাম?

নীপা হাসলেন, আর আমি?

বললাম, আপনি তো নিজের জন্যে কিছু চান নি। যা করেছেন অনাথ শিশুদের কথা ভেবে করেছেন। আপনি আলাদা।

নীপা বললেন, কিন্তু ওকে এভাবে কেন রাখছেন? ওকেও যদি অনাথ আশ্রমে নিয়ে যাওয়া যায়, অন্য শিশুদের দেখে ওর মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। ও কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে। ওকে নিয়ে এই আদিম খেলা খেলতে চাওয়া আমি সমর্থন করছি না। এটা শুধু অন্যায়ই নয়, অস্বাভাবিক। এবং এই কারণেই আমি স্থির করছি আপনার দেয়া পুরস্কারের টাকা আমি গ্রহণ করব না। জানি নিলে অনাথ শিশুদের খুব উপকার হতো কিন্তু একটি নির্বোধ প্রাণী, যে মানুষের শরীর থেকে বেরিয়েও মানুষ হতে পারে নি তাকে নিয়ে খেলার প্রতিবাদে আমি টাকাটা প্রত্যাখ্যান করলাম। আচ্ছা, চলি।

নীপা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন বড় বড় পা ফেলে, পেছন থেকে ডাকলাম, নীপা। একটু দাঁড়ান।

নীপা দাঁড়ালেন, বললাম, আপনি লক্ষ করেন নি, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে ওই বাক্সের কাছে যখন গিয়েছিলাম তখন ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ ভেসে আসে নি। অথচ প্রথমবার এসেছিল।

নীপা বললেন, হতে পারে।

বললাম, আমি স্বীকার করছি এই খেলা খেলতে আমাকে একটু অভিনয় করতে হয়েছে। আমার কোনো সন্তান নেই। স্ত্রী মারা গেছেন সন্তান ছাড়াই। ওই বাক্সের মধ্যে কোনো প্রাণী নেই। আমি বাক্স খুলে একটা টেপরেকর্ডার বের করলাম, যা কিছু আওয়াজ তা এই টেপরেকর্ডার করেছে।

নীপা অবাক, কী কাণ্ড। আমি বুঝতেই পারি নি।

বললাম, এই অভিনয় না করলে মুখগুলো বুঝতে পারতাম না। এর পরেও কি আপনি আপনার পুরস্কারের টাকা নেবেন না?

নীপা একটু ভেবে তারপর বলেন, তাহলে নির্মল আশ্রমের নামে একটা চেক দিন। আপনার সই করা আর আপনি আমার সঙ্গে ওটা দিতে যাবেন। ■

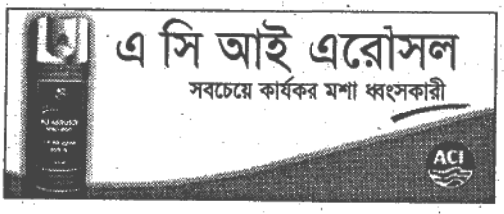

আমারবই.কম